ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-267 ■ 7 July, 2025 ■ আগরতলা ৭ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২২ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম জয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

আগরতলা টাউন হলের নাম বদলে হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে শিক্ষক দিবসে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পুরস্কার প্রদান করা হবে। আগামী বছর তাঁর জন্মদিনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সামাজিক, রাজনৈতিক, দেশ সেবা ও প্রশাসনিক কাজে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অ্যাক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগরতলা টাউন হল প্রাঙ্গণে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতি স্থাপন করা হবে। ড. মুখার্জিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজকের দিনে টাউন হল তাঁর নামে উৎসর্গ করা হল।

আজ আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এই উল্লেখযোগ্য ঘোষণা দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমরা প্রতি বছর আজকের দিনটি সরকারি ও বিভিন্ন স্তরে উদযাপন করি। আজ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন করছি। তাঁর চিন্তা চেতনা, নীতি আদর্শ আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাই ড. মুখার্জির জীবন দর্শন সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। আগামীদিনেও তিনি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

টাউন হলের নাম পরিবর্তনের বিরোধীতা জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তন করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নামে করা হবে। সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, প্রায় ৪০ বছর সময় ধরে রাজধানী আগরতলার এই টাউন হল রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। একটা সময় এটি রাজবাড়ির অংশ ছিল, একে লালবাড়ি বলা হত। পরবর্তী সময়ে এটি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্য দিবালোকে কংগ্রেস বিধায়ককে প্রাণ নাশের হুমকি, সভায় আক্রমণ

অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। প্রকাশ্য দিবালোকে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় কে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন কংগ্রেস বিধায়ক নিজেই।কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায় আয়োজিত উঠোন সভায় আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা রাজধানী ৯ বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন টাউন প্রতাপগড় ১ নম্বর রোড এলাকায়।

আজ বনমালীপুর ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের উঠান সভা ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সহ আরও প্রায় ৬০ জন সমর্থক। সভা চলাকালীন হঠাৎই সেখানে হামলা হয় বলে অভিযোগ কংগ্রেস বিধায়কের। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সমর্থকরা এই হামলা করেছেন বলে, দাবি কংগ্রেস বিধায়কের। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। একসময় পুলিশি হেফাজতে গোপালচন্দ্র রায়কে বৈঠক থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। এই ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস বিধায়ক। ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন তিনি।

তবে কংগ্রেসের বৈঠকের উপর হামলার ঘটনা অস্বীকার করেছে পুলিশ। পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কংগ্রেসের বৈঠক যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তার বাইরে বেশ কয়েকজন যুবক রাজনৈতিক স্লোগান তুলছিল। কিন্তু কোন ধরনের হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়নি।

এদিকে বৈঠকস্থলের বাইরে বিধায়ক গোপাল রায়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। বিজেপি সমর্থকরা জানান, এলাকার বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় স্থানীয় জনগণের পাশে থাকেন না। বন্যা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে এলাকার যেকোনো সমস্যা হলে উনাকে স্থানীয় মানুষ কাছে পান না। তাই উনি বিধায়ক পদের যোগ্য নন। অবিলম্বে বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা।

রাস্তার বেহাল অবস্থা সংস্কারের দাবিতে সরব স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। স্থানীয় রাস্তার বেহাল দশা, রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে এবারে সরব হলেন স্থানীয় জনগণ। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বারবার জানালেও রাস্তা সংস্কারে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। জম্পুইজলা চিকনছড়া এলাকার গোলাঘাটি থেকে পরিমল চৌমুহনী যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে জিরানিয়া, তেলিয়ামুড়া এলাকার যানচালক এবং নিত্যযাত্রীরা আসা-যাওয়া করেন। স্থানীয়দেরও এই একটাই রাস্তা যাতায়াতের জন্য। কিন্তু সামান্য বৃষ্টিতেই ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

গোষ্ঠী সংঘর্ষে বিপর্যস্ত মায়ানমার

মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছে বহু শরণার্থী, উদ্বেগ

আইজল, ৬ জুলাই।। মায়ানমারের চিন জাতিগত গোষ্ঠীর দুই সশস্ত্র সংগঠন চিন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স (সিএনডিএফ) এবং চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স (সিডিএফ)-এর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের জেরে মিজোরামের চাম্পাই জেলার জোখাওথার গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন ২,৫০০-এর বেশি শরণার্থী।

জোখাওথার থানার এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মায়ানমারের খাওমাউই এলাকায় সিএনডিএফ ও সিডিএফের মধ্যে ভারী গুলির লড়াই শুরু হলে সেখানে বসবাসকারী লোকজন ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করেন। তাদের হিসাব অনুযায়ী, মোট ২,৫৭৯ জন শরণার্থী ভারতে ঢুকেছেন, তবে শিশুশরণার্থীদের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি, তাই মোট শরণার্থীর সংখ্যা ৩,০০০ ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মিজোরামের জোখাওথার এবং মায়ানমারের খাওমাউইয়ের মাঝখানে একটি সরু তিয়াউ নদী রয়েছে, যা সীমান্ত পারাপারের জন্য ব্যবহৃত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, খাওমাউই অঞ্চলে দুই পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ চলছে, যা স্থানীয় জনগণের জন্য অস্বস্তি তৈরি করেছে। ইয়ং মিজো অ্যাসোসিয়েশন (ওয়াইএমএ)-এর নেতারা জানিয়েছেন, বেশিরভাগ শরণার্থী জোখাওথারের টাউন হলে এবং আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ওয়াইএমএ-র স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের জন্য খাবার ও প্রাথমিক সহায়তা সরবরাহ করছেন। জোখাওথার ওয়াইএমএ নেতা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। রবিবার রাজ্যপালের সঙ্গে এক সাক্ষাতে মিলিত হলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। এদিনের এই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে কি কি বিষয়ে মূলত আলোচনা হয়েছে তা বলতে নারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ।

রাজভবন থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যপাল তাঁকে দেখা করতে বলেছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই আজ তিনি রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন। এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন। পাশাপাশি তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে সুপরামর্শও দিয়েছেন। তবে মূলত কি কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেই সম্পর্কে কিছুই বলেননি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। বিষয়টিকে ব্যক্তিগত বলেই এড়িয়ে যান তিনি।

তবে তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এটি রাজ্যের তথা দেশের একটি সমস্যা। এর বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে তিনি লড়াই করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই বেআইনি কার্যকলাপের প্রভাব ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও পড়বে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।

শাসকদল থেকে মথার সমর্থন প্রত্যাহার

নিছক রাজনৈতিক পরিকল্পনা ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। সাময়িক কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে মানুষের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিকভাবে যাদের উত্থান, সেই দল দীর্ঘ সময় স্থায়িত্ব লাভ করবে না সেটাই স্বাভাবিক। রাজ্যের জনগাতি অংশের জনগণ তিপ্রা মথা থেকে সরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। বর্তমান রাজনৈতিক ইস্যুতে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

তিনি বলেন, রাজ্যে আঞ্চলিক দলের স্থায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা রয়েছে জনগণের। সাময়িক কোনো ইস্যুকে ভিত্তি করে আঞ্চলিক কোন দলের উপর যে সকল জনগণ ভরসা রেখেছিলেন তারা নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসকেই বেছে নিচ্ছেন তারা। শাসকের শরিক দল তিপ্রা মথা শাসক দল থেকে সমর্থন সরিয়ে নিচ্ছে এ বিষয়ে কিছুই জানেন না প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। এটা নিছকই রাজনৈতিক পরিকল্পনা, তা স্পষ্ট। শাসকদলের সঙ্গে সমঝোতা বজায় রাখতেই এই কৌশল বলে দাবি করেন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সমর্থন প্রত্যাহার, লিখিত তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। তিপ্রা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সমর্থন প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোনো লিখিত তথ্য তিনি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় ম্যালেরিয়ায় শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অধীন ম্যালেরিয়ার থাবায় মৃত্যু এক ৭ বছরের শিশু। শিশুমৃত্যুতে ফের উঠে এলো স্বাস্থ্যকর্মী তথা আশা কর্মীর চূড়ান্ত গাফিলতির কাহিনী। বারবার ফোনে যোগাযোগ করেও আশা কর্মীকে পাওয়া যায়নি ওই এলাকায়। আশা কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পরিবার এবং এলাকাবাসীদের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার উত্তর গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের বিলাই হাম এলাকায়।

জানা যায় ওই এলাকার ভগিরথ রিয়াং এর সাত বছরের পুত্র দীর্ঘ ৫-৬ দিন যাবত জ্বর এ আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় বাড়িতেই পড়ে আছে। একদিকে টাকা পয়সার অভাব অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আসতে গেলে শুধুমাত্র গাড়ি ভাড়া খরচ এক থেকে দেড় হাজার টাকা খরচ করা ওই গরিব পরিবারটির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বারবার আশা কর্মীকে ফোন করেছিল যাতে করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা করে দেয় ওই এলাকার আশা কর্মী। কিন্তু রোগীর পরিবারকে কোনভাবেই আশা কর্মী পাত্তা দেয়নি বলে অভিযোগ। যার ফলে আজকেই শিশুটির অবস্থা খারাপ দেখে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে পরিবারের লোকজন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য দিয়ে দেন। হাসপাতালেই হয় শিশুটির ম্যালেরিয়া পরীক্ষা। এবং রক্তে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ পাওয়া গেছে হাসপাতালে। কিছুক্ষণের মধ্যে শিশুটির অবস্থা আরো বেগতিক দেখলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিপদনাশিনী পুজোয় সাউন্ড বক্স, প্রতিবেশীর সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ জুলাই।। বিপদনাশিনী পুজোয় গভীর রাত পর্যন্ত সাউন্ড বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষে আহত একজন। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন ভাটি লারমা চিকনছড়া এলাকায়।

শনিবার বিশালগড় থানাধীন ভাটি লারমা চিকনছড়া এলাকায় সুদর্শন নম: র বাড়িতে বিপদনাশিনী পুজোর আয়োজন করা হয়। অভিযোগ পুজা উপলক্ষে বাড়িতে বিকট শব্দে গভীর রাত পর্যন্ত সাউন্ড বক্স বাজানো হচ্ছিল। তার প্রতিবেশী ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মহাকুম্ভের ঢেউ আছড়ে পড়লো খার্চি উৎসবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। এ যেন এক মহাকুম্ভ। রবিবার খার্চ উৎসবের চিত্রটা ছিল এরকমই। কালো মাথায় ছেয়ে গেছে, চতুর্দশ দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণ। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে হয়ে বাইপাস দিয়ে চতুর্দশ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত গোটা রাস্তায় ছিল কালো মাথার ঢেউ। দূর থেকে দেখলে মনে হবে বিশাল অ্যানাকোন্ডা। মন্দিরের চারদিকে যেন জনস্রোত। মোহ মোহ উলুধ্বনি শঙ্খ আর ঢাকের আওয়াজ। সাধু সন্তদের সিঙ্গির ফু শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। রবিবার ছিল খাচ্ছি চতুর্থ দিন। ছুটির দিন থাকায় মানুষ উৎসবে গা ভাসিয়ে ছিল সকাল থেকেই। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন ঢল যেন সুনামিতে পরিণত হলো। কান পাতলি শোনা গেছে মাইকে হারানো সংবাদ। অতন্দ্র প্রহরের মতো নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের দায়িত্ব পালন করছে। তবে মাঝে মাঝে যানজটে বেহাল অবস্থা হয়ে পড়েছিল ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৭ জুলাই, ২০২৫ ইং
২২ আষাঢ়, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

গরিবের সংখ্যা বাড়িতেছে

দেশে গরিবের সংখ্যা বাড়িতেছে। সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দল নয়। এমনই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করি। সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন বলিয়াও জানান তিনি। স্বামী বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত করিয়া বলেন, “খালি পেটে ধর্ম হয় না।”নাগপুরে কৃষি, উৎপাদন, কর এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মতো একাধিক বিষয়ে মত প্রকাশ করেন গড়করি। সেখানেই তিনি বলেন, “ধীরে ধীরে গরিব মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং সম্পদ কিছু ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। এটা হওয়া উচিত নয়। আমরা এমন একটি অর্থনৈতিক বিকল্পের দিকে তাকাইয়া আছি যাহা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিবে এবং অর্থনীতির গতি বাড়াইবে। সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং সেই দিকে অনেক পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। নাগপুরে কৃষি, উৎপাদন, কর এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মতো একাধিক বিষয়ে মত প্রকাশ করেন গড়করি। সেখানেই তিনি বলেন, “ধীরে ধীরে গরিব মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং সম্পদ কিছু ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। এটা হওয়া উচিত নয়। আমরা এমন একটি অর্থনৈতিক বিকল্পের দিকে তাকাইয়া আছি যাহা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিবে এবং অর্থনীতির গতি বাড়াইবে। সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং সেই দিকে অনেক পরিবর্তন ঘটাতেই হইবে।”

উদার অর্থনীতি চালুর জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও এবং মনমোহন সিংয়ের প্রশংসা করেন গড়করি। তিনি জিডিপি-খাতভিত্তিক অবদানের ভারসাম্যহীনতার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, “উৎপাদন খাত ২২-২৪ শতাংশ, পরিষেবা খাত ৫২-৫৪ শতাংশ অবদান রাখে, অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্র, গ্রামীণ জনসংখ্যার ৬৫-৭০ শতাংশকে সম্পৃক্ত করা সত্ত্বেও মাত্র ১২ শতাংশ অবদান রাখে। টোল বুথের মাধ্যমে আমরা প্রায় ৫৫,০০০ কোটি টাকা আয় করি এবং আগামী দু’বছরে তা ১.৪০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছিবে। যদি আগামী ১৫ বছরের জন্য এটি বজায় রাখিতে পারি, তাহা

হইলে আয় হইবে ১২ লক্ষ কোটি টাকা। দেশে গরিবের সংখ্যা কমাইতে হইলে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় দেশের করি অংশের মানুষ আরোও গরিবে পরিণত হইবে এবং একাংশের হাতে মোটা অংকের অর্থ কেন্দ্রীভূত হইবে। এসব বিষয়ে নিয়া সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্মৃতিশীল হইবে না।

রক্ষা মন্ত্রীর উদ্বোধনে শুরু হতে চলেছে কন্টোলার্স কনফারেন্স ২০২৫; প্রতিরক্ষা অর্থনীতির নবযাত্রায় এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : ভারতের প্রতিরক্ষা আর্থিক কাঠামোর রূপান্তরের লক্ষ্যে আগামীকাল ৭ জুলাই ২০২৫ থেকে শুরু হতে চলেছে ”কন্টোলার্স কনফারেন্স ২০২৫”, যা অনুষ্ঠিত হবে ডঃ এস.কে. কোঠারি অডিটোরিয়াম, ডিআরডিও ভবন, নয়াদিল্লিতে। তিন দিনব্যাপী এই উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করবেন রক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহ। উপস্থিত থাকবেন প্রতিরক্ষা বিভাগের শীর্ষ সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্ব, যার মধ্যে রয়েছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী রাজেশ কুমার সিং, ফাইনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার (ডিফেন্স সার্ভিসেস) শ্রী এস.জি. দস্তিদার, ও কন্টোলার জেনারেল অফ ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস ডঃ ময়াঙ্ক শর্মা।

এই কনফারেন্স একাধিক স্তরের নীতিনির্ধারণ, কৌশলগত পর্যালোচনা এবং প্রতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনের একটি কেন্দ্রীয় মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে প্রতিরক্ষা হিসাব বিভাগের শীর্ষ নেতৃত্ব, সিভিল সার্ভিস, একাডেমিয়া, থিংক ট্যাঙ্ক ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাররা অংশগ্রহণ করবেন। মূলত এটি একটি নীতি নির্ধারণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভিত্তিক মঞ্চ, যেখানে প্রতিরক্ষা খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এ বছরের কনফারেন্সের থিম হলো: ’প্রতিরক্ষা অর্থ ও অর্থনীতির মাধ্যমে আর্থিক পরামর্শ, অর্থ প্রদান, নিরীক্ষা এবং হিসাবরক্ষণের রূপান্তর’, যা ডিএডি-কে একটি প্রথাগত হিসাবরক্ষণ সংস্থা থেকে একটি আধুনিক, প্রতিরক্ষা অর্থনীতিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রতিফলন ঘটায়। এই রূপান্তরের পেছনে রয়েছে রক্ষা মন্ত্রীর ১ অক্টোবর ২০২৪-এর ঘোষিত কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি। সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই উন্মোচিত হবে ডিএডি -এর নতুন মিশন স্টেটমেন্ট ও মটো ”সতর্কতা, চটপটে, অভিযোজিত। কনফারেন্সে আয়োজিত ৮টি উচ্চপর্যায়ের ”মনন সত্র”-এ বাজেট ও হিসাব সংস্কার, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার কাঠামোগত রূপান্তর, সহায়ক গবেষণা, মূল্যের উদ্ভাবন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে। এই অধিবেশনগুলোতে ইন্টিগ্রেটেড ফাইনান্স অ্যাডভাইজারদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হবেযাঁরা রাজস্ব সংযম বজায় রেখেও প্রতিরক্ষা শিল্পের আত্মনির্ভরতা ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা অর্জনে সহযোগিতা করবেন।

ডিএডি বর্তমানে ২৬.৮ লাখ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা বাজেট পরিচালনা করছে, যার মধ্যে ১.৭ লাখ কোটি পেনশন বাবদ বরাদ্দ। গত এক বছরে ডিএডি -এর ডিজিটাল রূপান্তরের উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলি হলো:

সম্পূর্ণা : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক অটোমেশন সিস্টেম, যা প্রতিরক্ষা ক্রয় ও অর্থপ্রদানে স্বচ্ছতা ও গতি এনেছে।

স্পর্শ : বর্তমানে ৩২ লক্ষেরও বেশি পেনশনভোগীকে ডিজিটাল মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করে, পেনশন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে।

স্পর্শ ভ্যান : তামিলনাড়ুতে চালু হওয়া মোবাইল সার্ভিস ইউনিট, যা ভেটারানদের দোরগোড়ায় পেনশন পরিষেবা পৌঁছে দেয়।

ই- রক্ষা আবাস : ৫০০ কোটির বেশি ভাড়ার পুনরুদ্ধার এবং ২৭০০ কোটির ভাড়া বিল জেনারেশন সফলভাবে সম্পন্ন।

ডিফেন্স ট্রাভেল সিস্টেম (ডিটিএস) ও ঙজ্জ-নির্ভর ক্রয়-প্রক্রিয়া: স্মার্ট ও তথ্যভিত্তিক আর্থিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে প্রতিরক্ষা খাতে।

ড্যাড -এর রূপান্তরের অন্যতম ভিত্তি হলো প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন। এনএডিএফএম (পুনে) ও সেন্ট্রাড (দিল্লি)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক প্রতিরক্ষা অর্থনীতি, ডেটা অ্যানালিটিক্স ও ডিজিটাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে আধিকারিকদের প্রস্তুত করছে। ড্যাড -এর অডিট ব্যবস্থাও এখন উন্নত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (ঋজ্জছ) রূপান্তরিত হচ্ছে, যা আগাম ঝুঁকির ইঙ্গিত, কর্মদক্ষতার সূচক ও নীতিগত সিদ্ধান্তে সহায়ক তথ্য সরবরাহ করে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ২০২৫ সালকে ‘সংস্কার বছর’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে এই কনফারেন্স থেকে যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হবে, তা ভারতের প্রতিরক্ষা আর্থিক কাঠামোকে দৃঢ়তর করবে। ‘আত্মনির্ভর ভারত’ ও ‘সর্বাধিক প্রশাসন, সর্বনিম্ন সরকার’ নীতির আলোকে গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদে দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে কৌশলগতভাবে সুরক্ষিত করবে।

ধর্মীয় ধর্মে আমিত্বের আমিতে আমার ভারতবর্ষ

সুবীর পাল

প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছেন এক নারী। মনে মনে তবু তিনি ভাবছেন, আমার আগত সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। পুরুষ দিয়েছেন ঔরস। নারী দিয়েছেন জঠর। বৈশ্বিক জনবন্ধনের পরম্পরার চিরন্তনী প্রাকৃতিক সহযাত্রায় নতুন করে সুচিত হলো আবাহণ। প্রসব পর্বের সমাপ্তিতে হলো আবির্ভাবের সঞ্চার। কার আবার? এই ধরণীর নয়াতম সদস্য আমার। জন্মালাম আমি। মূহুর্তে শুরু করলাম চিল চিৎকার। গলা ফাটিয়ে। প্রথম বারের মতো আমি জানান দিলাম, আমি এসেছি। এরপরেই মাতৃদুগ্ধ পান করার জন্য নীরব উৎসুক। মাতৃস্তনবৃন্তে ঠোঁট লাগিয়ে সর্বপ্রথম নিজের অধিকার বুঝিয়ে দিলাম এই সমাজকে, এটাই আমার এখনকার মতো বেঁচে থাকার পরমতম আশ্রয় ছায়া। এ যেন পৃথিবীতে পা দিয়েই নিজের আমিত্বকে পাকাপাকিভাবে বুঝে নেওয়ার পালা। “আমি” মনষ্কতায়। শুরু হলো আমৃত্যু পথ চলা স্বীয় আমির অস্তিত্বে এক পৃথক আমিত্বের অভিসারে। যা বিশ্বব্যাপী আটশো কোটি আলাদা আলাদা মানবরূপী আমিগুলির থেকে পরিপূর্ণ পৃথক অথচ অনেকটা একাত্মতার এক স্বতন্ত্রতার আমি হলাম সেই স্বয়ং আমি। সেই সেই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম পবিত্র আত্মার পরম অংশের প্রতিনিধি স্বরূপ।

আমার আমিত্বের একটা সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে কবিগুরুর “আমি” কবিতায়। আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে- জ্বলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, “সুন্দর”- সুন্দর হল সে। তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা। এ কবির বাণী নয়। আমি বলব এ সত্য, তাই এ কাব্য। এ আমার অহংকার, অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে। এটাই বোধ হয় মনুষ্যত্বের আমিত্বের মহিমান্বিত প্রকাশ। সঙ্গে চলতে থাকে জীবনের চলন বলন অভিযোজন বেঁচে থাকার সরণিতে। সেখানকার উত্তরণে পলকে পলকে বিজ্ঞাপিত হয় নানা মতবাদের বিভিন্ন মাইলস্টোন। এমনই এক মাইলস্টোনের অন্যতম উপাচার “ধর্ম”। ব্যাস বাকি জীবনটায় খেলা হবে খেলে হবে করতে করতেই জায়গা দখল করে বসে আমি ও ধর্মের এক আদিম দ্বন্দ্ব ভারসাম্যের মাদারী খেলা।

তবুও আমি কিন্তু কোনও ধর্ম সঙ্গে নিয়ে জন্মাইনি। মৃত্যুর সময়ও কোনও ধর্ম আমার পাশে থাকবে না। এব্যাপারে আমি কোটি কোটি শতাংশ অন্ধ নিশ্চিত। তবুও আমি নতমস্তকে তামাম মনুষ্য বিশ্বাস সৃষ্ট যাবতীয় সর্ব ধর্মের অপার শান্তি মন্দ্রিত আধ্যাত্মিক ঔদার্য্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল হবো, এটাই এই ধরণীর একান্ত কাম্য। সেই শৈশবেলা থেকে এই প্রবীণমেলা-তেও বেঁচে থাকার অবিচ্ছেদ্য প্রেক্ষাপটে কোনও একটি ধর্মের উপর আমি অবশ্যই প্রকৃত হৃদয় সঙ্গম করে চলেছি অন্তরাত্মার অঘোম আকর্ষণে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক, নিজ ধর্ম সহ অপরের সকল ধর্মের উপাসনার নামে অমনুষ্যত্ব, ঘৃণা, অসম্মান, বর্বরতা, অসভ্যতা, পক্ষপাতযুক্ত নারী-পেষণ, বিদ্বেষ, ভেদাভেদ, অতি-তোয়াজ মনষ্ক ধান্দার ছদ্মবেশ, তোষণ-রাজনীতি ও উন্মাদনা আমার জীবনে অর্থহীন, প্রশ্রয়হী নতার, অমান্যতার সঙ্গে ধিক্কারেও। এটাই তো আমিত্বের থেকে সমাজের এক চূড়ান্ত প্রত্যাশা। সবশেষে এই পৃথিবীর কোনও ধর্মকে আঘাত না করে, বিশ্বের সকল ধর্মের সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে বিনম্র সম্মান জানিয়েই আমি স্পষ্টভাবে সদর্পে বলি, আমার জীবন বিশ্বাসের পবিত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ের জীবন গ্রহণীয় আছে তো একটা ধর্ম। যা আমার প্রতিটি দিনের শেষে কাম্য মার্গে তপস্যার নমস্য অহংকারও। এই ধর্ম আমার ব্যক্তি নিঃশ্বাসের বৈদিক স্বভিমান, আমার নিজস্ব প্রশ্বাসের ঐশ্বরিক পীঠস্থান। ঐ শান্তি, ঐ শান্তি, ওঁ শান্তি। হ্যাঁ এই শান্তির পথে কাঙ্ক্ষিত সাম্যই তো চায় আমাদের বিশ্ব। বা আমাদের মানব দুনিয়া। সৌহার্দ্যের অভিলাষে।

দুখু মিঞা। আক্ষরিক অর্থেই দুখু মিঞা বা কাজী নজরুল ছিলেন একজন প্রকৃতই মানুষ। মানবিক মুসলিমের পরিচয়ে। তিনি তাই সাম্যের গান গেয়েছিলেন, ‘মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ। এ গান আমার প্রাণে সুধা। আমার ব্যক্তি পরিচয়ের পুন্য বীজমন্ত্র। এ গানের সুরে সুরে বাল্যকাল থেকেই আমি কখন অজান্তেই শিখে গেছি অহংকারের স্রেফ দুটি মাত্র ব্রহ্মশব্দ, “আমি ভারতবাসী। বোধহয় এটাই আমার আমিত্বের প্রশিক্ষিত তিনি যে গুরুদেব। আমার অস্তিত্বের পূর্ণ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুর মহাশয় সর্বনেষে কিছু বলে ফেলেননি তো? অতি গেরুয়া কমুন্ডলধারীদের প্রশ্নটা করতেও কিরকম কিরকম সংশয় লাগে। আসলে তাঁদের রথের উদ্ধত ধূলা উড়িছে যে হিমাচল থেকে কেরালা। তবু স্মরণ করাই মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে নোবেলজয়ী এই কবির একটি কালজয়ী লেখা, জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুরাগীদের দায়িত্বও তাই বিশাল। ইসলা-মপন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্ম বিশ্বাসের মহত্ব আর গভীরতা যেন তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপর ছাপ রেখে যায়। আসলে, এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুটি সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া শুধু তো জাতীয় স্বার্থের সপ্রতিভ উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে না, সাহিত্যদ্রষ্টাদের বাণী নিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপরও তার নির্ভরতা। সত্য ও শাশ্বতকে যারা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র, এবং মানুষকেও তারা চিরকাল ভালবেসে এসেছেন।

শুধু অতি গৈরিকতার দিকে একতরফা আঙ্গুল তুলে কি লাভ! সবুজ ঘাসের বাগিচায় দুগ্ধবতী গরুর উদ্দেশ্য-অতিআ-দর প্রকারান্তরে প্রকৃতই মুসলিমদের জাত্যাভিমানে আঘাত দেওয়া হয়। তাঁরাও যে এই মহামানবের তীরে ভারতবর্ষেরই মানুষ। নাই বা কষলাম সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর সাপলুডু পাটিগণিত। আসলে এই ধর্মকেন্দ্রিক ভোট ভেদাভেদের সম্পর্কে বিবেকানন্দের বিশ্ববন্দিত উক্তিতে কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি দৃষ্টিকটু লালিতের উপলব্দি। “যখনই কোনও ব্যক্তি উঠিয়া বলে, আমার ধর্মই সত্য ধর্ম, আমার অবতারই একমাত্র সত্য অবতার, সে ব্যক্তির কথা কখনই ঠিক নহে, সে ধর্মের “ক” পর্যন্ত জানে না। ধর্ম কেবল কথার কথা বা মতামত নহে অথবা অপরের সিদ্ধান্তে কেবল বুদ্ধির সায় দেওয়া নহে। ধর্মের অর্থ প্রাণে প্রাণে সত্য উপলব্ধি করা; ধর্মের অর্থ ঈশ্বরকে সাক্ষ্যভাবে স্পর্শ করা, প্রাণে অনুভব করা, উপলব্ধি করা যে, আমি আত্ম-স্বরূপ আর সেই অনন্ত পরমাত্মা এবং তাহার সকল অবতারের সহিত আমার একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে।... তোমরা সকল দেশের সকল যুগের ধর্মপ্রাণ মহান নরনারীগণকে চিনিতে শিখ আর ইহাও লক্ষ্য করিও বাস্তবিক তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

রবিকবি যেমন মুসলিম পবিত্রতার উদারত্য আমাদের শিখিয়েছেন তেমনি হিন্দুত্বের নান্দনিক পরিভাষা সমাজে ছড়িয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবশিষ্য নরেন। তাই তিনিই বলতে পারেন এই অঘোম সত্যতা। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই স্বীকার করি। তা রবীন্দ্রনাথ নজরুল বিবেকানন্দ যে যা বলুক বলতেই পারেন। এই মনীষীগণ কখনই অতি তোষণশীল ছিলেন না। ছিলেন আমিত্বের উপলব্ধিতে সুউচ্চ মার্গের পরধর্ম শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু বিশ্বে ব্যতিক্রম যে অনন্ত বহমান। তাই হয়তো চোরা না শোনে ধর্মের কথা। ধর্ম সেটা আবার কি? ধর্ম তো আফিম। ধর্ম আমরা মানি না মানছি না। আমরা আসলে বিদেশ ভূই থেকে ধার করা সাম্যবাদ শিখে নিয়েছি। আমাদের রক্তিম গডফাদার লেনিন, স্টালিন অথবা মাওসেতুং। তবু মাইকেল দত্তর পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি। কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি। ভেবে আমাদেরই দেশের সাম্যবাদী সন্ন্যাস নেতা বিবেকানন্দ এই বাণীটি একটিবার শ্রবণ করলে ক্ষতি কি? ধর্মের পরিপূর্ণ মান্যতার ভিত্তিস্থাপন করে ভারতের ভবিষ্যত অভিমুখের দিশা বহু আগেই বর্ণনা করে গেছেন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কখনও বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধর্মই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কার্য্য-সাধন করিয়া গিয়াছে সেইজন্যই এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনও জাগ্রত। সকল ধর্মে ভালো ভালো লোক আছে, এই কারণেই সেইসব ধর্ম লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং ধর্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। এমনকি অযাচিত পর্যায়ে অবজ্ঞা বা অবহেলা করাও সমীচীন নয়।

ভারতবর্ষ মানে রঙতুলির একটা তেরঙা ম্যাপের ছোট ছোট অঙ্গরাজ্যের স্কেচ আঁকা নয়। ভারতবর্ষ শুধু নির্বাচনের হিসেব নিকেষ নয়। ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুর নয়। নয় শুধু মুসলমানের। নয় অন্য কোনও বিশেষ ধর্ম পীঠস্থানের। এই দেশ একশো চল্লিশ কোটি ভারতীয়ের গর্বিত সমন্বয়ের দেশ। এই দেশ সর্বধর্মের পুন্যভূমির দেশ। তাই যে উচ্চস্বরে আমি বারবার গাহি সাম্যের গান- মানুষের চেয়ে কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান, নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি।। হ্যাঁ আমি গর্বিত। আমার আমিত্বে প্রাণবন্ত। ধর্মীয় ধর্মে উচ্ছ্বসিত। আমার অহংকারে এই ভেবে, “ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো... ।”

(যৌজন্যে-দৈ :স্টেটষম্যান)

ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ বিশ্বের অর্থ-ব্যবস্থাকে টালমাটাল করে দেবে

পুলক মিত্র

জরায়েল-ইরান সংঘর্ষ ঘিরে গোটা বিশ্বে সঙ্কটের কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। এই সংঘর্ষ কবে থামবে, কঠিন। তবে খুব তাড়াতাড়ি যে এই সংঘাত মিটবে, সেরকম কোনও ইঙ্গিত নেই। অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। আর তাতে বিশ্ব অর্থনীতি একেবারে টালমাটাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পরমাণু কেন্দ্র, ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডারের পর ইরানের তেল শোধনাগারগুলি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। তেহরান সহ একাধিক জায়গার তেল শোধনাগারগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। জ্বলছে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস ফিল্ড সাউথ পার্স-ও।

এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির যে হিসেব মিলেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৩০০ মিলিয়ন অর্থাৎ ৩০ কোটি লিটার তেল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ তেল নষ্ট হওয়ায়, ইরান থেকে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তেল সরবরাহ ব্যাহত হবে, তা বলাই বাহুল্য। ইজরায়েলের হামলার পর সাউথ পার্স গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উৎপাদন আংশিক বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে ইরান। এর ফলে দৈনিক ১২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপাদনে ঘাটতি দেখা যাবে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্যাস উৎপাদক দেশ হল ইরান। বিশ্বের বার্ষিক চাহিদার প্রায় ৬.৫ শতাংশই পূরণ করে থাকে ইরান।

ইরানের পাল্টা হামলায় ইজরায়েলেরও তেলভাণ্ডারের ক্ষতি হয়েছে। সেখানেও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ লিটার তেল নষ্ট হয়েছে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য বিশ্বের একটা বড় অংশই মধ্য প্রাচ্যের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে অন্যতম হল ভারত। ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইজরায়েল সহ একাধিক দেশ থেকে তেল আমদানি করে থাকে ভারত। দেশের চাহিদার ৯০ শতাংশই তেলই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রেও ৭০ শতাংশই আসে বিদেশ থেকে।

যুদ্ধের আবহে অশোধিত তেলের দাম ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। আর সপ্তাহ দুয়েক লড়াই চললে, ব্যারেল পিছু তেলের দাম পৌঁছে যেতে পারে ১০০ ডলারে। সেক্ষেত্রে ভারত সহ একাধিক দেশেই তেল এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের দাম হু হু করে বাড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হলে, ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটার পিছু ২০০ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য আকাশছোঁয়া হতে পারে। শুক্রবার জুন) ভোরে ইজরায়েলের হামলার পরপরই তেলের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। অপরিশোধিত তেলের দাম একলাফে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। আর বিনিয়োগকারীরা শেয়ারবাজার থেকে অর্থ তুলে নিয়ে নিরাপদ বিনিয়োগমাধ্যম, যেমন সরকারি বন্ড ও সোনার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

ইজরায়েল ও ইরান নিজেদের আকাশপথ বন্ধ করে দিয়েছে। ইরাক এবং জর্ডানও একই পদক্ষেপ নিয়েছে। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বিমান পরিচালন সংস্থা ওই অঞ্চলে উড়ান বাতিল করেছে। কারণ, বিমান ভূপাতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ২০০১ সালের পর থেকে এপর্যন্ত বিশ্বে ভুলবশত ৬টি বাণিজ্যিক বিমানকে গুলি করে নামানো হয়েছে। বিমানের পথ পরিবর্তন করলে, শুধুমাত্র যাত্রার সময় বাড়ে না, প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত জ্বালানিরও। ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হলে, মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি বাজার ও বাণিজ্য বিপর্যস্ত হতে পারে, যার অভিঘাত গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

> অক্টোবরে হামলার পর ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়া, নতুন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহে রাশিয়ার অস্বীকৃতি, হিজবুল্লাহ নেতৃত্বের ধ্বংস, আসাদের পতন সব মিলিয়ে বড় হামলার সুযোগ তৈরি হয়। গাজায় ইজরায়েলের আক্রমণ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলেও, ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইজরায়েলকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে আমেরিকা।

মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্বালানি উৎপাদনকারী অঞ্চল। সেখানেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেল মজুত রয়েছে। সৌদি আরব ও ইরাকের পর এই অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদক দেশ হল ইরান। এই পরিস্থিতিতে এখন সবার নজর রয়েছে হরমুজ প্রণালির দিকে। বিশ্বে বাণিজ্যিক তেল পরিবহনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রণালি হল, ইরান, সংযুক্ত আরব আমির শাহি এবং ওমানের মাঝখানে অবস্থিত এই সংকীর্ণ জলপথ। ইরান আগেও বহুবার এই প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। যদি তা বাস্তবে ঘটে, তবে অনেক তেলবাহী ট্যাঙ্কার আটকে পড়বে এবং তেলের দাম আকাশ স্পর্শ করবে। মার্কিন জ্বালানি তথ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিদিন বিশ্বে যে পরিমাণ তেল ব্যবহৃত হয়, তার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ ১৮ থেকে ১৯ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি ৯০ লাখ ব্যারেল, এই প্রণালি দিয়ে পরিবহন হয়। তেলের দামের সঙ্গে সব কিছুর দামের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। ফলে তেলের দাম বাড়লে, বিশ্বজুড়ে বাড়বে মূল্যস্ফীতিও।

গোটা বিশ্ব এখন নানা আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত। তার ওপর ইজরায়েল- ইরান সংঘর্ষ সেই সঙ্কটকে আরও জটিল করে তুলেছে। অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুদ্ধনীতি নিয়েও। ট্রাম্পের শুল্ক বসানোর হুমকি বিশ্ব বাণিজ্যকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। ইরান-ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী লেবাননের হিজবুল্লাহ বা ইয়েমেনের হুতিরা এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে, পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল এবং পর্যটন ক্ষেত্রও কার্য্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

গাজা যুদ্ধের কারণে ইজরায়েলও অর্থনৈতিকভাবে চাপে রয়েছে। অন্যদিকে, পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরান বহু আগে থেকেই অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এখনই কেন ইরানের ওপর হামলা চালানো হল? প্রথমত, প্রায় দুই বছর ধরে ইজরায়েল ইরানের “অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স”-এর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। দ্বিতীয়ত, ইজরায়েল ২০ বছরের বেশি সময় ধরে ইরানের ওপর হামলার পরিকল্পনা করে আসছে। এই ২০ বছরের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই নেতানিয়াহুই ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৮১ সালে ইরাকে এবং ২০০৭ সালে সিরিয়ায় পারমাণবিক চুল্লি ধ্বংস করা হয়েছিল। দুটি ক্ষেত্রেই ওই পারমাণবিক কর্মসূচিগুলো ইজরায়েলের অস্তিত্বের পক্ষে ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০১২ সালে নেতানিয়াহু এবং তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এহুদ বারাকের সময় ইরানে হামলার সম্ভাবনা জোরালো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তা আটকে দেন। পরে ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তিও হয়।

কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। অক্টোবর মাসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ইজরায়েল পাল্টা আঘাত করে ইরানের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে দেয়। এরপর লেবাননে হিজবুল্লাহ ভেঙে পড়ে। সিরিয়ায় আসাদের শাসনও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রের ওপর আঘাত হানার পথ মসৃণ হয়। কিন্তু ট্রাম্পের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় ছিল ইজরায়েল।

অক্টোবরে হামলার পর ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়া, নতুন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহে রাশিয়ার অস্বীকৃতি, হিজবুল্লাহ নেতৃত্বের ধ্বংস, আসাদের পতন সব মিলিয়ে বড় হামলার সুযোগ তৈরি হয়। গাজায় ইজরায়েলের আক্রমণ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলেও, ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইজরায়েলকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে আমেরিকা। ট্রাম্প চুক্তি চেয়েছিলেন। ইরান চুক্তির শর্ত মেনে চললে, হয়তো হামলা হত না।

প্রশ্ন হলো, ইজরায়েল কি এখন গাজায় হামলা থামিয়ে দেবে? গাজায় হামাসদের ধ্বংস ও ফিলিস্তিনিদের বিতাড়নের পরিকল্পনায় এখনও অটল নেতানিয়াহু। গাজার যুদ্ধ ও ইরান আক্রমণ তার জনপ্রিয়তা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু সন্দেহ রয়েই গেছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এক দলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসন কেন্দ্রের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে, যাতে ভারতের প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, যা বর্তমানে কৃপা মেনন মার্গে অবস্থিত, তা অবিলম্বে দখল করা হোক।

নয়া দিল্লি, ৬ জুলাই : নয়া দিল্লি থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপে কেন্দ্র সরকারের গৃহনির্মাণ ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছে যে, প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন ৫, কৃষ্ণ মেনন মার্গ অবিলম্বে দখলে নেওয়া হোক এবং তা সুপ্রিম কোর্টের হাউজিং পুলে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

এই চিঠিটি ২০২৫ সালের ১ জুলাই তারিখে মন্ত্রকের সচিবকে পাঠানো হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড় অনুমোদিত সময়সীমার পরও উক্ত বাসভবনে অবস্থান করছেন, যা সুপ্রিম কোর্টের নীতিমালার পরিপন্থী। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিচারপতি চন্দ্রচূড়কে ওই বাসভবনে থাকার অনুমতি শেষ হয়েছে গত ৩১ মে। তার পরও তিনি সেই বাড়ি খালি করেননি।

সুপ্রিম কোর্ট জাজেস (সংশোধিত) নিয়ম, ২০২২ অনুসারে, কোনও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তাঁর অবসরের পর সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত টাইপ ঝজ্জজ্জ ধরনের সরকারি বাসভবনে থাকতে পারেন। ৫, কৃষ্ণ মেনন মার্গ-এর বাসভবনটি টাইপ ঝজ্জজ্জজ্জ ধরণের, যা আরও উচ্চস্তরের।

চন্দ্রচূড় ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দেশের ৫০তম প্রধান বিচারপতির পদে ছিলেন। তার পরবর্তী প্রধান বিচারপতি ছিলেন সঞ্জীব খন্না, যিনি কোনও সরকারি বাসভবন গ্রহণ না করেই তার ছোট্ট মেয়াদে কাজ করেন। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন বিচারপতি বি.আর. গাভাই, যিনি মে ২০২৫-এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং পূর্বে বরাদ্দকৃত বাসভবনেই অবস্থান করছেন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, অবসরের কিছুদিন পর বিচারপতি চন্দ্রচূড় একটি চিঠিতে বিচারপতি খন্নার কাছে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি ৩০ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত কৃষ্ণ মেনন মার্গের সরকারি বাসভবনে থাকতে পারেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তাকে নিয়ম মাফিক বরাদ্দকৃত তুঘলক রোডের ১৪ নম্বর বাঙ্গালায় এখনও মেরামতের কাজ চলছে এবং সেটি তার পরিবারের বসবাসের জন্য প্রস্তুত নয়।

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি খন্না এই অনুরোধে সম্মতি দেন, এবং পরবর্তীতে এমএইচইউএ মন্ত্রণালয়ও ওই সময়সীমার মধ্যে বাসভবন ব্যবহারের অনুমোদন দেয়, যার পরিবর্তে নামমাত্র লাইসেন্স ফি (প্রায় ৫,০০০ টাকা প্রতি মাস) ধার্য করা হয়।

পরবর্তীতে বিচারপতি চন্দ্রচূড় মে মাস পর্যন্ত থাকার জন্য মৌখিকভাবে অনুরোধ করেন, যা খন্না অনুমোদন করেন এই শর্তে যে এর পরে আর কোনও এক্সটেনশন দেওয়া হবে না। কিন্তু ৩১ মে সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও তিনি সেই বাসভবনে রয়েছেন, যা সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন এই চিঠিতে 'নিয়মবহির্ভূত' এবং 'আইন লঙ্ঘন' বলে চিহ্নিত করেছে।

সরকারি সূত্রের বরাতে জানা গেছে, বিচারপতি চন্দ্রচূড় তার পূর্ববর্তী একাধিক চিঠিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনকে জানিয়েছেন যে, তার দুই কন্যা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং বর্তমানে এআইআইএমএস-এ চিকিৎসাধীন।

তাদের চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও বসবাসযোগ্য পরিবেশের প্রয়োজনে কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাসভবনে থাকা তার পরিবারের পক্ষে একান্ত জরুরি।

এছাড়াও তিনি এপ্রিল মাসে বিচারপতি খন্নাকে আবারও লিখে অনুরোধ করেন, যাতে জুন মাস পর্যন্ত তাকে ওই বাসভবনে থাকতে দেওয়া হয় কারণ তিনি এখনো নতুন বাসস্থানের উপযুক্ততা খুঁজছেন যা তার কন্যাদের বিশেষ প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে।

সাধারণত, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের কিছু সময়ের জন্য (প্রায় দুই মাস) অনানুষ্ঠানিকভাবে সরকারি বাসভবন ছেড়ে দিতে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়, যাতে তারা নতুন ঠিকানা তৈরি করতে পারেন। তবে এ ধরনের চিঠি তাও সরকারকে লিখিতভাবে অনুরোধ করে, যে তারা অবিলম্বে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন দখলে নিক এই ধরনের পদক্ষেপ এর আগে দেখা যায়নি।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের মতে, 'বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে' প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে অতিরিক্ত সময় বাসভবনে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই সময়সীমা লঙ্ঘিত হওয়ায়, এখন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

এই ঘটনায় দেশের বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে আবাসননীতি, মানবিক প্রয়োজন এবং প্রশাসনিক কঠোরতার একটি স্পষ্ট সংঘাত প্রকাশ পেয়েছে যা ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

মণিপুরে শিক্ষার জন্য বিশৃঙ্খলামুক্ত অঞ্চল দাবিতে ছাত্র-শিক্ষকরা মিছিল করলেন

ইমফল, ৬ জুলাই : শনিবার, মণিপুরের উপত্যকা জেলার বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষার্থীরা, শিক্ষকরা এবং শিক্ষাবাদীরা ১৮তম "বিশৃঙ্খলামুক্ত শিক্ষা অঞ্চল দাবী দিবস" উপলক্ষে মিছিল বের করেন। এই রাজ্যব্যাপী আন্দোলনটি ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অ্যালায়েন্স অফ মণিপুর এবং ১৫টি নাগরিক সমাজ সংগঠনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল: 'শিক্ষাকে বিশৃঙ্খলামুক্ত অঞ্চল বানানো হোক।'

ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, কাকচিং, থৌবাল এবং বিশনুপুর জেলার মিছিলে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করে। প্রতিবাদকারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অবহেলার কারণে বাধাগ্রস্ত কার্যক্রম বন্ধ করার দাবি জানান।

ইম্ফলে, মিছিলটি থাউ গ্রাউন্ড থেকে শুরু হয়ে ইম্ফল কলেজে গিয়ে শেষ হয়। কাকচিং এবং থৌবালে মিছিলটি যথাক্রমে বাসু গ্রাউন্ড থেকে শুরু হয়ে থৌবাল কলেজে গিয়ে শেষ হয়, আর বিশনুপুরে মিছিলটি ডিএসএ গ্রাউন্ড থেকে শুরু হয়ে এচও থিয়াম লেইকাই কমিউনিটি হলে গিয়ে শেষ হয়।

দেশম-এর সভাপতি ময়েংবাম সোমর্জিত মিডিয়ার কাছে বলেন, 'সরকারকে ন্যূনতম ২২০টি একাডেমিক দিন একটি আইন হিসেবে পাশ করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, এই পদক্ষেপটি বিশেষভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে অশান্তি চললে ছাত্রদের শিক্ষা নিরাপদ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই আন্দোলনের অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবির মধ্যে রয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী (বিদ্যালয়) ও শিক্ষামন্ত্রী (বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক) হিসেবে যোগ্য শিক্ষকদের নিয়োগ করা, এবং শিক্ষা খাতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। সংগঠনটি শিক্ষা পরিচালনায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করার উপরও জোর দিয়েছে।

প্রতিবাদকারীরা স্লোগান দিয়ে এবং প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তির দাবি জানান। তারা ছাত্রদের জন্য অবাধ, নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

রাজ্যটির জাতিগত সংঘাত এবং প্রতিষ্ঠানগত অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে, শিক্ষার জন্য বিশৃঙ্খলামুক্ত অঞ্চলের দাবি নতুন করে গুরুত্ব লাভ করেছে, বিশেষত তরুণদের মধ্যে যাদের শিক্ষাগত ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সংঘর্ষে মায়ানমার বিপর্যস্ত, মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছে আড়াই হাজারের বেশি শরণার্থী

আইজল, ৬ জুলাই: মায়ানমারের চিন জাতিগত গোষ্ঠীর দুই সশস্ত্র সংগঠন চিন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স (সিএনডিএফ) এবং চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স (সিডিএফ)-এর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের জেরে মিজোরামের চাম্পাই জেলার জোখাওথার গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন ২,৫০০-এর বেশি শরণার্থী।

জোখাওথার থানার এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মায়ানমারের খাওমাউই এলাকায় সিএনডিএফ ও সিডিএফের মধ্যে ভারী গুলির লড়াই শুরু হলে সেখানে বসবাসকারী লোকজন ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করেন। তাদের হিসাব অনুযায়ী, মোট ২,৫৭৯ জন শরণার্থী ভারতে ঢুকেছেন, তবে শিশুশরণার্থীদের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি, তাই মোট শরণার্থীর সংখ্যা ৩,০০০ ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মিজোরামের জোখাওথার এবং মায়ানমারের খাওমাউইয়ের মাঝখানে একটি সরু তিয়াউ নদী রয়েছে, যা সীমান্ত পারাপারের জন্য ব্যবহৃত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, খাওমাউই অঞ্চলে দুই পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ চলছে, যা স্থানীয় জনগণের জন্য অস্বস্তি তৈরি করেছে।

ইয়ং মিজো অ্যাসোসিয়েশন (ওয়াইএমএ)-এর নেতারা জানিয়েছেন, বেশিরভাগ শরণার্থী জোখাওথারের টাউন হলে এবং আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ওয়াইএমএ-র স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের জন্য খাবার ও প্রাথমিক সহায়তা সরবরাহ করছেন। জোখাওথার ওয়াইএমএ নেতা মেদালা জানান, যাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নেই, তারা টাউন হলে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবীরা সেখানে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করছেন।

পুলিশ জানায়, রবিবার সকাল নাগাদ পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও, সিএনডিএফ দাবি করেছে যে তারা খাওমাউইসহ আশপাশের গ্রামগুলির পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং সোমবারের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে তারা আশা করছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মিজোরামের রাজধানী আইজলে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে সিএনডিএফ ও সিডিএফের মধ্যে একটি ঐক্য চুক্তি সম্পন্ন হয়, যা মায়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও একত্রিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

মণিপুরে সরকার গঠনের প্রক্রিয়ায় কুকি-জো বিধায়করা অংশ নেবেন না : জানাল কেআইএম

ইম্ফল, ৬ জুলাই: মণিপুরে নতুন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কুকি-জো সম্প্রদায়ের কোনও বিধায়ক অংশগ্রহণ করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল কুকি ইনপি মণিপুর (কেআইএম)।

শুক্রবার চুরাচাঁদপুর জেলার বিজাং-এ অবস্থিত কেআইএম সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ যৌথ বৈঠকের পর শনিবার এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায় সংগঠনটি। কেআইএম-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কুকি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেআইএম-এর আঞ্চলিক ইউনিটসমূহ, কুকি স্টুডেন্টস' অর্গানাইজেশন (জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স), কুকি খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দের ফোরাম, কুকি মহিলা ইউনিয়ন, কুকি চিফস অ্যাসোসিয়েশন সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

কেআইএম-এর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কুকি-জো জনগণ তাঁদের ভূমি, সংস্কৃতি, পরিচয় এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অধিকারের প্রশ্নে কোনও রকম আপস করবে না।

সংগঠনটি আরও বলেছে, এই সিদ্ধান্ত কুকি-জো জনগণের সম্মিলিত রাজনৈতিক অবস্থান ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এটি সম্প্রদায়ের সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সংগঠনের জন্য বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হবে।

কেআইএম-এর বক্তব্য, কুকি-জো জনগণ বারবার তাদের অধিকার রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে, এবং এই অবস্থান থেকে তারা একচুলও সরে আসবে না।

রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চলতে থাকায় এই সিদ্ধান্ত আগামী দিনে মণিপুরের সরকার গঠনের জটিলতায় আরও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

মণিপুরে জঙ্গি দমন অভিযান: প্রেপাকের দুই সদস্য গ্রেফতার, অস্ত্র- বিস্ফোরক উদ্ধার

ইম্ফল, ৬ জুলাই: মণিপুরে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন প্রেপাক-এর দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। ধৃতদের মধ্যে একজন নারী। থৌবল এবং ইম্ফল পশ্চিম জেলার পৃথক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয় বলে শনিবার মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, থৌবলের সালুংফাম এলাকা থেকে প্রেপাকের এক নারী সদস্যকে এবং ইম্ফল পশ্চিম জেলার নাগামাপাল অঞ্চল থেকে আরেক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নথি ও যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এছাড়া, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চান্ডেল জেলার বিভিন্ন স্থানে চালানো তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক। অভিযানে ১২টি রাইফেল, ৪টি আইইডি এবং ৪টি হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে অব্যাহত চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে তল্লাশি অভিযান ও এলাকাবেষ্টনী চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মণিপুরে গত দুই বছর ধরে মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ২৬০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছেন এবং বহু মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

চলমান অস্থিরতার মধ্যে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। মুখ্যমন্ত্রী এন. বিরেন সিং পদত্যাগ করার পর থেকে রাজ্য বিধানসভার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে জাপানিজ এনসেফালাইটিসে মৃত্যু ১৩ জনের, রাজ্যজুড়ে সতর্কতা জোরদার

গুয়াহাটি, ৫ জুলাই: অসমে ফের বাড়ছে জাপানিজ এনসেফালাইটিসের প্রকোপ। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) এই রোগে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৩ জনের। আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ জনেরও বেশি। ঘটনাটি রাজ্যজুড়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

জিএমসিএইচ-এর উপ-সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ উজ্জ্বল কুমার শর্মা জানান, আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই কামরূপ (গ্রামীণ), নলবাড়ি ও দরং জেলা থেকে এসেছেন। এ পর্যন্ত কামরূপ (গ্রামীণ) থেকে ১৪ জন, নলবাড়ি থেকে ১০ জন, দরং থেকে ৭ জন এবং কামরূপ (মেট্রো) থেকে ৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

চিকিৎসাধীনদের মধ্যে ৬ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন এবং ৩ জন নিজের ইচ্ছায় চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখেই ছেড়েছেন। বাকিরা এখনও চিকিৎসাধীন।

স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় এই রোগের জন্য পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল। মূলত জলাবদ্ধ গ্রামীণ এলাকায় কিউলেক্স মশার মাধ্যমে জাপানিজ এনসেফালাইটিস ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৫ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে রাজ্যে এই রোগে মৃত্যু হয়েছে ৮৪০ জনেরও বেশি মানুষের। এর মধ্যে ২০১৯ সাল ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক এক বছরে প্রাণ হারান ১৬১ জন।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এনসেফালাইটিস ভাইরাসটি সাধারণত শুকর ও জলপাখির দেহে বহন হয় এবং সেখান থেকেই মশার মাধ্যমে মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটে। এটি মানব থেকে মানবের মধ্যে সরাসরি ছড়ায় না, তবে আক্রান্ত হলে স্নায়ুতন্ত্রে গুরুতর জটিলতা দেখা দিতে পারে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে দিল্লির উত্তম নগরে ৭২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের শরীরে এই ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। যদিও দিল্লিতে তা প্রাদুর্ভাবের আকার নেয়নি এবং রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান।

বর্তমানে অসমের স্বাস্থ্য দফতর আক্রান্ত জেলাগুলিতে সতর্কতা বৃদ্ধি করেছে। মশা নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং টিকাদান কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই সতর্ক না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিতে পারে।

দিল্লিতে পুরনো গাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত রাখার পরামর্শ: মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা

নয়া দিল্লি, ৬ জুলাই: দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা রাজধানীতে ১০ বছরের বেশি পুরনো ডিজেল এবং ১৫ বছরের বেশি পুরনো পেট্রোলচালিত গাড়ির উপর জারি থাকা নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার জন্য দিল্লি সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে এক বিস্তারিত চিঠি পাঠিয়ে জনগণের বাস্তব পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক চাপ এবং আইনগত অসামঞ্জস্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

চিঠিতে সাক্সেনা বলেছেন, দিল্লির সাধারণ জনগণ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ, এই নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রস্তুত নয়। তিনি বলেন, "ভারতের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য একটি গাড়ি কেনা শুধুমাত্র যানবাহন কেনা নয়, বরং এটি তাদের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অর্থ এবং আবেগের প্রতিফলন। দিল্লিতে বসবাসের কারণে শুধুমাত্র এখানকার বাসিন্দাদের উপর পুরনো গাড়ি স্ক্র্যাপ করার জোরজবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া একধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য।"

চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, দিল্লি সরকার যেন এই সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে একটি রিভিউ পিটিশন দাখিল করে। এতে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত নীতিমালা আদালতের সামনে তুলে ধরারও পরামর্শ দেন সাক্সেনা।

তিনি বলেন, "এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, আদালতকে জানানো হোক দিল্লি সরকার দূষণ নিয়ন্ত্রণে কী কী উদ্যোগ নিয়েছে এবং এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার ফলে জনগণের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে। আইন কেবল তখনই কার্যকর, যখন তা বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।"

সম্প্রতি রাজধানীতে পুরনো গাড়ি বিক্রির পরিমাণ হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন, "অনেকেই উচ্চমূল্যে কেনা প্রিমিয়াম বা উচ্চমানের গাড়ি অত্যন্ত কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই গাড়িগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য ব্যবহার হয়েছে এবং এখনো নিরাপত্তা ও নির্গমন মানদণ্ডে পূর্ণ।"

তিনি আরো বলেন, "যে গাড়িগুলি মাত্র কয়েক হাজার কিলোমিটার চলেছে এবং যেগুলি এখনও পুরোপুরি সচল ও ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষিত, সেগুলি কেবল আইনগত মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে স্ক্র্যাপ করা অনৈতিক ও অমানবিক।"দিল্লি দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট করিডরের অংশ, যেখানে পূর্ব, পশ্চিম, ও উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যাপক যান চলাচল হয়। সাক্সেনা বলেন, "অনেক মানুষ দিল্লির মধ্য দিয়ে নিজেদের গাড়িতে যাতায়াত করেন। তাদের গাড়ি তাদের নিজ রাজ্যে আইনসম্মত হলেও দিল্লিতে নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এতে অসংখ্য যাত্রী এবং ব্যবসায়ীদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।"

চিঠির শেষে লেফটেন্যান্ট গভর্নর দিল্লি সরকারকে একটি সমন্বিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল তৈরি করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "পরিবহন, শিল্প, আবাসন এবং নির্মাণ খাতসহ সমস্ত সেক্টরের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনার ভিত্তিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বাস্তবধর্মী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।"

তিনি এও পরামর্শ দেন, এই পরিকল্পনা যেন আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রস্তুত করা হয় এবং জনগণের কাছে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়।

উল্লেখ্য, দিল্লিতে ২০১৫ সাল থেকে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে একটি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজধানীতে ১০ বছরের বেশি পুরনো ডিজেল এবং ১৫ বছরের বেশি পুরনো পেট্রোল গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ। যদিও এই নীতির লক্ষ্য হলো বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ, কিন্তু এর বাস্তবায়নে বহু নাগরিক ও পরিবহন শিল্পের প্রতিনিধিরা অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছেন। লে. গভর্নর সাক্সেনার এই চিঠি দিল্লির বর্তমান পরিবেশনীতি এবং তার সামাজিক প্রভাব নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সূচনা করেছে।

বিজেপি এবং নীতীশ কুমার বিহারকে ভারতের অপরাধ রাজধানী বানিয়ে দিয়েছে: রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিহারের এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিহারের বর্তমান সরকার এবং তার মিত্র বিজেপি রাজ্যটিকে ভারতের অপরাধ রাজধানী বানিয়ে ফেলেছে।'

শনিবার পাটনার গাঁধী ময়দান এলাকায় বিখ্যাত ব্যবসায়ী গোপাল খেমকা খুন হন। বাইক-সওয়ার আক্রমণকারীরা তাকে তার বাড়ির সামনে গুলি করে হত্যা করে, যা শহরজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলো বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছে। রাহুল গান্ধী টুইটারে এক পোস্টে বলেন, 'বিহারে এখন অপরাধ "নতুন স্বাভাবিক" হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সরকার সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'গোপাল খেমকার হত্যাকাণ্ড একবার আবার প্রমাণ করেছেবিজেপি এবং নীতীশ কুমার মিলে বিহারকে "ভারতের অপরাধ রাজধানী" বানিয়ে ফেলেছে। আজ বিহার চুরি, গুলি, এবং খুনের ছায়ায় বাস করছে।'

গান্ধী বিহারের জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'এতদিনের অবিচারের বিরুদ্ধে আর চুপ থাকা যাবে না। এমন সরকার যা আপনার সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না, তা কখনও আপনার ভবিষ্যতও সুরক্ষিত করতে পারবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেকটি খুন, প্রত্যেকটি ডাকাতি, প্রত্যেকটি গুলিএটি পরিবর্তনের আহ্বান। এখন সময় এসেছে নতুন বিহারেরযেখানে ভয় নয়, শুধুমাত্র অগ্রগতি থাকবে। এবার, ভোট শুধু সরকার পরিবর্তনের জন্য নয়, বিহারকে বাঁচানোর জন্য।'

এদিকে, বিহার সরকার গোপাল খেমকার হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করেছে। খুনের ঘটনাটি ঘটে রাত ১১টায় পাটনার গাঁধী ময়দান এলাকার কাছে। স্থানীয় পুলিশ প্রধান ডিকশা ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

এ ঘটনার সঙ্গে ২০১৮ সালের গোপাল খেমকার ছেলে গুঞ্জন খেমকার হত্যাকাণ্ডের মিল রয়েছে। গুঞ্জনও একজন বিজেপি নেতা ছিলেন এবং তাকে হজিপুরে তার ফ্যাক্টরিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ওই সময়, বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে পরিবারের প্রতি কোন সমবেদনা জানানো হয়নি, যা তাদের জন্য এক বড় ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আরজেডি নেতা মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সরকারকে এর জন্য উত্তরদায়ী হতে হবে। গাঁধী ময়দানে একটি ব্যবসায়ী খুন হলো, আর পুলিশ দুই ঘণ্টা পর পৌঁছাল। বিহারে এখন গুণ্ডা রাজ চলছে।'

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রীমতি অঞ্জু দেবনাথ (৩০) পিতা শ্রী দিজলাল দেবনাথ সাং- শ্রীরামপুর, থানা-কৈলাশহর, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত ০১.০৭.২০১৫ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা:- বয়স ৩০ বছর, উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চ, গায়ের রং ফর্সা, মুখমণ্ডল- গুলাকার, চুল- কালো। কৈলাশহর মহিলা থানার জি.ডি.ই নাম্বার ১৩ তারিখ ০১.০৭.২০২৫।

উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা:-

১. এস পি ঊনকোটি কৈলাশহর ফোন নং-০৩৮২৪-২২২৩৯২. ২. এস ডি পি ও কৈলাশহর ফোন নং — ৮৮৩৭৩২৩২৭০. ৩. ওসি কৈলাশহর মহিলা থানা ফোন নং- ৭০০৫০৫৪২৭৬.

ICA/D-29/25

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

দই দিয়েই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর কিছু খাবার

সকালের জলখাবারে বাড়িতে পাতা দই, সঙ্গে চিঁড়ে এবং নারকেল কোরা দিয়ে সুস্বাদু পদ বানিয়ে নিতে পারেন। ওজন নিয়ে যাঁরা বেশি চিন্তা করেন, তাঁরা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেতে চান না। চিঁড়েয় কার্বোহাইড্রেট থাকলেও তার পরিমাণ কম। চিঁড়ের সহজপাচ্য ফাইবার হজমে সাহায্য করে, আর তার সঙ্গে যখন প্রোবায়োটিক হিসেবে দই মিশবে, তখন তার পুষ্টিগুণ অনেক বেড়ে যাবে।

দই কবাব- মুখরোচক কিছু খেতে ইচ্ছে হলে বানিয়ে ফেলুন দই কবাব। একটি বাটিতে সারা রাত ধরে জল ঝরিয়ে রাখা টক দইয়ের সঙ্গে একে একে বেসন, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, গরমমশলা গুঁড়ো, ভাজা জিরে গুঁড়ো, চাটমশলা, নুন, চিনি, বাদাম মিশিয়ে ভাল করে মেখে মণ্ড তৈরি করুন। দু'হাতে সামান্য ময়দা নিয়ে মণ্ড থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে কবাবের আকারে গড়ে নিন। এ বার পাত্রে তেল গরম করে কবাবের দু'পিঠ লালচে করে ভেজে তুলে নিন। উপরে সামান্য চাটমশলা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

গরম অথবা ঋতু বদলানোর সময়ে যতটা সম্ভব হালকা খাবার খাওয়াই শ্রেয়। আর তার জন্য দইয়ের মতো উপকরণ আর কিছু নেই। প্রাতরাশ থেকে শেষপাতে মিষ্টিমুখ দই সব সময়েই পুষ্টিকর। সকালে যদি হাতে সময় কম থাকে এবং পুষ্টিকর কিছু বানাতে হয়, তা হলে দই দিয়ে তৈরি এমন অনেক রেসিপি রয়েছে। মাখন বা মেয়োনিজের প্রয়োজন নেই, দই দিয়েই এমন কিছু পদ তৈরি হয়ে যাবে, যা খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনই স্বাস্থ্যকর। দই দিয়ে তৈরি কয়েকটি প্রাতরাশের রেসিপি জেনে নিন।

দইয়ের স্যান্ডউইচ- পাউরুটির চার ধার কেটে নিন। একটি বাটিতে জল ঝরানো টক দই, গোলমরিচ গুঁড়ো, নুন, চিনি, পাতিলেবুর রস, শসা কুচি, ধনে পাতা কুচি, টম্যাটো কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। দুটো পাউরুটির মাঝে পুর করে স্যান্ডউইচের পুর ভরে গ্রিল করে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন স্যান্ডউইচ।

দই ভাত (কার্ড রাইস)- বাসি ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ইয়োগার্ট বা টক দই। তার মধ্যে দিন কুচোনো শসা এবং গাজর। উপর থেকে নুন, জিরে ছড়িয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তার মধ্যে গোটা সর্ষে, শুকনো লঙ্কা এবং কারিপাতার ফোড়ন দিন। গরম হয়ে গেলে কার্ড রাইসের উপর সেই ফোড়ন ছড়িয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন।

দধি-চূড়া- বাংলায় দই-চিঁড়ে এবং বিহারে দধি-চূড়ার মতোই

হেনা কী ভাবে ব্যবহার করলে চুল রুক্ষ-খসখসে হবে না?

প্রতি দিন শ্যাম্পু করা মানেই চুলের যত্ন নেওয়া নয়। চুল ভাল রাখতে সিরামও ব্যবহার করে থাকেন কেউ কেউ। তাতে সাময়িক ভাবে চুল ভাল থাকলেও চুলের যত্নের শেষ কথা নয়। অনেকেই বুঝতে পারেন না, আসলে চুলের যত্ন নেওয়ার সঠিক উপায় কোনটি। কেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুল ভাল রাখতে সপ্তাহে এক দিন হলেও হেনা করা উচিত। তবে হেনা করলে অনেকেরই চুল রুক্ষ ও খসখসে হয়ে যায়। তাই কী ভাবে হেনা করলে চুল নরম ও মসৃণ থাকবে এবং পাকা চুল ঢাকাও পড়বে, তা জেনে নিন।

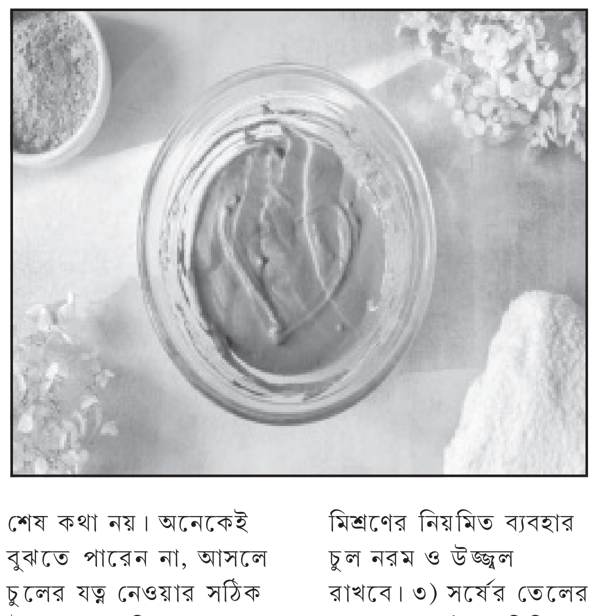

হেনা কী ভাবে ব্যবহার করবেন?

১) খানিকটা নারকেল তেলের সঙ্গে আধ কাপ হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ঢিমে আঁচে ফুটতে দিন। তেল ফুটে উঠলে ছেঁকে রেখে দিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই তেল চুলে ও মাথার তালুতে মালিশ করতে পারেন। ২) সাধারণ চায়ের লিকারে পরিমাণ মতো হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এতে ৩-৪ চা চামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে আধ ঘণ্টা রাখুন। এর পর তাতে ২ চ চামচ টক দই মেশান। চুলে এই মিশ্রণ লাগিয়ে রাখতে পারেন। আধ ঘণ্টা রেখে হালকা কোনও ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এই মিশ্রণের নিয়মিত ব্যবহার চুল নরম ও উজ্জ্বল রাখবে। ৩) সর্ষের তেলের সঙ্গে হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। এই তেল ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। চুলের গোড়া শক্ত হবে, চুল ঘন ও কালো হবে। ৪) চুলের জেল্লা বাড়াতে সারা রাত হেনা গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে রেখে পর দিন সকালে তার সঙ্গে পাকা কলা চটকে মিশিয়ে নিতে পারেন। এই হেয়ার প্যাক সপ্তাহে অন্তত একদিন ব্যবহার করলে চুল নরম হবে। চুলের জেল্লাও বাড়বে। ৫) মেথি এবং হেনা গুঁড়ো আলাদা আলাদা পাত্রে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে সেই মেথি ভাল করে বেটে নিয়ে তার সঙ্গে হেনা পাউডার মিশিয়ে নিন। সঙ্গে অল্প পাতিলেবুর রস এবং সর্ষের তেল মিশিয়ে তালুতে লাগিয়ে নিন। আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন।

কাঁচা দুধ না প্যাকেটের দুধ কোনটি ভালো

বাড়িতে কি প্যাকেটের দুধ আসে? না কি একেবারে খাটাল থেকে আনা কাঁচা দুধ? টেট্রা প্যাকের দুধ কখনও কিনে এনেছেন? দুধ খেলেই হল না, কেমন দুধ খাচ্ছেন, তার উপরেও নির্ভর করবে কতটা পুষ্টি শরীরে যাচ্ছে। কাঁচা দুধ ভাল, না প্যাকেটের, না কি টেট্রা প্যাকের, তা জেনে নিন।

ভারতীয় বাজারে দুধ তিনটি উপায়ে পাওয়া যায়।

প্রথমটি স্থানীয় মাধ্যম, অর্থাৎ গবাদি পশুপালন কেন্দ্র বা খাটাল থেকে সেই দুধ সরাসরি আপনার বাড়িতে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি প্লাস্টিক প্যাকেট বা পাউচের দুধ, যা বেশির ভাগ বাড়িতেই কেনা হয়। আর তৃতীয়টি টেট্রা প্যাকের।

কাঁচা দুধ কি সুরক্ষিত?

খাটাল থেকে সরাসরি যে কাঁচা দুধ আসছে বাড়িতে, তা কতটা পরিচ্ছন্ন, সে নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। গরু বা মোষের দুধ, যা-ই খান না কেন, গবাদি পশুকে কী ভাবে পালন করা হচ্ছে, কী খাওয়ানো হচ্ছে, কেমন ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, যে পাত্রে দুধ আনা হচ্ছে সেটি কতটা পরিচ্ছন্ন, তার উপরে দুধের পুষ্টিগুণ নির্ভর করবে। কাঁচা দুধ আনলে তা খুব ভাল করে ফুটিয়ে তবেই খেতে হবে।

প্লাস্টিক প্যাকেট বা পাউচের দুধ

পাউচের দুধ তিন রকম হয় টোন্ড, ডবল টোন্ড এবং ফুল ক্রিম মিল্ক। সাধারণত পাউচের দুধে যে পুষ্টিগুণ থাকে না, তেমন নয়। তবে আজকাল বাজারে অনেক ভেজাল দুধও বিক্রি হচ্ছে। দীর্ঘ দিন প্লাস্টিকের মধ্যে দুধ তাজা রাখতে এমন রাসায়নিক ও কীটনাশক মেশানো হচ্ছে, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এই দুধ খুব উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয় না। ৭২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মাত্র ১৫ সেকেন্ড ফুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা করে প্যাকেটে ভরে দেওয়া হয়। এতে কিছু ব্যাক্টেরিয়া মরলেও, সব নির্মূল হয় না। তার উপরে দুধ তাজা রাখতে রাসায়নিকও দেওয়া হয় অনেক জায়গাতেই। কাজেই এই দুধ কিনলে তা খাঁটি কি না যাচাই করে নিতে হবে। আর খাওয়ার আগে দুধ ভাল করে ফোটাতে হবে।

টেট্রা প্যাক

এই দুধকে সবচেয়ে সুরক্ষিত বলেন পুষ্টিবিদেরা। টেট্রা প্যাকের দুধকে খুবই উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়। সাধারণত ১৩৫ থেকে ১৫৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটিয়ে ঠান্ডা করে তবেই প্যাকেটবন্দি করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানোর কারণে এই দুধ একেবারে বিশুদ্ধ হয়, কোনও রকম জীবাণু থাকে না। প্যাকেটে ঢালার আগে এই দুধ নানা রকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়, ফলে টেট্রা প্যাকের দুধ খেলে ভরপুর পষ্টিগুণ শরীরে যেতে পারে। যদি টেট্রা প্যাক ও পাউচের দুধের মধ্যে তুলনা করা হয়, তা হলে টেট্রা প্যাকের দুধ বেশি সুরক্ষিত। তবে পাউচের দুধের স্বাদ একটু বেশি। পাউচের দুধ ফ্রিজে রাখার দরকার পড়ে। কিনে আনার পরে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই এই দুধ খেয়ে না নিলে তাতে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। আর টেট্রা প্যাকের মুখ না খোলা অবধি এই দুধ ফ্রিজে রাখার দরকার পড়ে না। তাই দীর্ঘ যাত্রার সময়ে বা ফ্রিজে রাখার সুবিধা না থাকলে টেট্রা প্যাকের দুধ কেনাই ভাল।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে কি খাবেন আর কি খাবেন না

স্বাস্থ্যরক্ষায় জোর দেওয়ার কথা মনে রাখেন অনেকে। দিন দিন সে দিকে নজর দেওয়ার ইচ্ছাও বাড়ছে। কী খাবেন এবং কী খাবেন না, তার দিকেও মন দিচ্ছেন। নিজেদের মতো করে খাওয়ার নিয়ম তৈরি করছেন। কিন্তু সে নিয়ম কি ঠিক না ভুল? তার থেকে কতটা ক্যালোরি ঢুকছে শরীরে? সে কথা সব সময়ে বোঝা যায় না। সারা দিন হয়তো খুব নিয়ম মেনে, ক্যালোরি মেপে খেলেন।

কিন্তু বুঝতেই পারলেন না আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্যালোরি শরীরে প্রবেশ করল। এমন কোনও পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হলে জানা দরকার কী ধরনের ভুল করা যাবে না। মূলত কয়েকটি অভ্যাসে বদল আনা দরকার।

১) মনখারাপ বা অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকলেই কিছু খেতে ইচ্ছা করে কারও কারও। কিন্তু তার থেকে সমস্যা বাড়ে। তখন হাতের কাছে যা থাকে, তা-ই খেয়ে ফেলেন অনেকে। ক্যালোরির হিসাব রাখার কথা মনে থাকে না। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে টুকটাক খাবার খেয়ে ফেলার অভ্যাসে বদল আনতে হবে। ২) কাজের চাপে রান্না করার সময় হয় না। ফলে বাড়িতেও অনেক ধরনের প্যাকেটবন্দি খাবার মজুত রাখেন কেউ কেউ। সব সময়ে ক্যালোরির মাপ সে সব খাবারে ঠিক করে বলা থাকে না। বার কয়েক খেলেই নিয়ম ভাঙা হয়ে যায় সহজে। ৩) মাছ-সব্জি-ফল-দুধ খাওয়া শরীরের জন্য ভাল বলেই জানেন অধিকাংশ মানুষ। তবে তার মানে এমন নয় যে, সে সব খাবার যে কোনও পরিমাণে খাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যকর খাবারও মাপ মতো না খেলে অতিরিক্ত ক্যালোরি ঢুকবে শরীরে।

৪) স্যালাডে স্বাদ আনতে নানা ধরনের ড্রেসিং রাখেন বাড়িতে। তাতে স্যালাড খাওয়া হয় ঠিকই। কিন্তু ক্যালোরি মোটেও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। স্যালাড ড্রেসিংয়ে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি ক্যালোরি থাকে। ৫) বার বার টুকটাক খাওয়া বন্ধ করতে কাজের ফাঁকে বাইরে থেকে কেনা কফি খেয়ে থাকেন কেউ কেউ। তাতে সেই একই ফাঁদে পা পড়ে। কফিতে ব্যবহৃত ক্রিমে প্রয়োজনের চেয়ে অনেকটাই বেশি ক্যালোরি থাকে। যা অজান্তেই প্রবেশ করে শরীরে।

ত্বকের ট্যান দূর করতে পারে নারকেল তেল

ত্বকে এক বার ট্যান পড়লে, সহজে তা দূর করা যায় না। নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেও ত্বক ঝকঝকে করে তোলা যায় না। তাই ট্যান তুলতে ভরসা হতে পারে নারকেল তেল। এমনিতে চুলের যত্নে নারকেল তেলের জুড়ি মেলা ভার। রূপচর্চায় নারকেল তেলের ভূমিকা সত্যিই অনবদ্য। কিন্তু শুধু নারকেল তেল ব্যবহার করার চেয়ে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে নিলেই ট্যানের দাগ সহজেই দূর হয়ে যায়।

নারকেল তেল ব্যবহার করে ট্যান তোলার উপায় রইল।

১) ১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে একচিমটে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার রোদে পোড়া জায়গায় মিনিট ২০ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। তার পর উষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। ভাল ফল পেতে সপ্তাহে তিন বার ব্যবহার করুন।

২) ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল এবং ২ টেবিল চামচ শসার রস মিশিয়ে নিন। ত্বকের যে যে অংশে রোদ লেগে কালচে ছোপ পড়েছে, সেখানে মিনিট ২০ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। সপ্তাহে দু''বার এই মিশ্রণ মাখলেই দাগ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করবে।

৩) ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে অর্ধেকটা পাতিলেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিন। যেন তেল এবং রস আলাদা না করা যায়। আঙুলের সাহায্যে রোদে পোড়া জায়গায় মিনিট ১৫ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। কিছু ক্ষণ পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'-তিন বার ব্যবহার করলেই ফল নজরে আসবে।

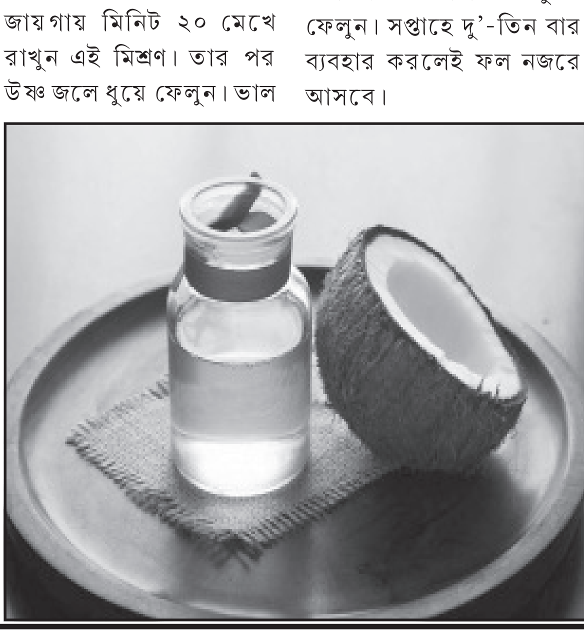

সর্ষের তেলেই কালো হবে পাকা চুল?

চুলে নারকেল তেল মাখার রেওয়াজ বহু কালের। বর্তমান প্রজন্মও কিন্তু চুল ভাল রাখতে ভরসা করে নারকেল তেলের উপর। তবে জানেন কি শুধু নারকেল তেল নয়, চুলের যত্ন নিতে সর্ষের তেলও সমান ভাবে উপকারী? অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, আয়রন, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন এ, ডি, কে, ই সমৃদ্ধ সর্ষের তেল চুল পড়া বন্ধ তো করেই, নিয়মিত চুলে মালিশ করলে নাকি পাকা চুলের সমস্যাও দূর হয়।

আগেকার দিনে মা-ঠাকুমারা চুলের যত্নে নারকেল তেল বা সর্ষের তেলই ব্যবহার করতেন। ফলে চুল অনেক বেশি ঘন ও লম্বা হত। আর এখন তো কোমরছাপানো চুল খুব কম জনেরই দেখা যায়। বাইরের ধুলোময়লা, দূষণ আর খাদ্যাভ্যাসে চুলের ঘনত্ব যেমন কমছে, তেমনই অকালে চুলে পাকও ধরছে। পাকা চুল থেকে রেহাই পেতে এত রকমের রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী আর রং ব্যবহার করা হচ্ছে যে, চুলের আরও বারোটা বেজে যাচ্ছে। পাকা চুল কালো বা রঙিন করতে গিয়ে চুলের স্বাভাবিক রঙই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রসাধনী নয়, পাকা চুল কালো রাখতে সর্ষের তেল ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

সর্ষের তেল দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন হেয়ার মাস্ক। নিয়মিত ব্যবহারে পাকা চুলের সমস্যা দূর হবে। ১) সর্ষের তেল-কারি পাতার মাস্ক একটি পাত্রে সর্ষের তেল গরম করুন। তাতে মিশিয়ে দিন কয়েকটি কারিপাতা। তেল ফুটে গেলে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। এই তেল নিয়মিত মাথার তালুতে মালিশ করলে খুশকির সমস্যা তো দূর হবেই, চুল ঘন, কালো ও লম্বা হবে। এই তেল মাথায় মালিশ করে সারা রাত রাখতে হবে। সকালে চুল ধুয়ে নেবেন।

২) সর্ষের তেল-আমলকির মাস্ক সর্ষের তেলের মধ্যে আমলকি দিয়ে ফুটিয়ে নিন। আমলকির পাউডারও ব্যবহার করতে পারেন। এই তেল মাথায় মেখে কয়েক ঘণ্টা রেখে চুল ধুয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ব্যবহার করলেই তফাত বুঝতে পারবেন। এই মাস্ক চুলের ঘনত্ব বাড়াবে। পাকা চুলের সমস্যাও মেটাবে। ৩) সর্ষের তেলে নারকেলের দুধ

দু'চামচ সর‍্যের তেলের সঙ্গে এক চা চামচ নারকেলের দুধ মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ খুব ভাল করে চুলে মালিশ করে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। তার পর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। প্রতি দিনই ব্যবহার করা যেতে পারে এই মাস্ক। চুল নরম ও জেল্লাদার হবে।

৪) সর্ষের তেল আর দইয়ের মাস্ক একটি পাত্রে দু'চামচ সর্ষের তেলের সঙ্গে এক চামচ দই মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে নিন। এই প্যাক মাথার তালু ও চুলে ভাল করে মালিশ করে এক ঘণ্টা রেখে দিন। তার পর চুল ধুয়ে ফেলুন। সর্ষের তেলের জিঙ্ক, বিটা ক্যারোটিন ও সেলেনিয়াম এবং দইয়ের প্রোবায়োটিক চুলে পুষ্টি জোগাবে। চুল লম্বা ও ঘন হবে।

স্বাদ বদলাতে বানিয়ে ফেলুন ইলিশ মালাই রোস্ট

প্রতি বছরই বর্ষার গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে ইলিশ। যদি বাড়ির রান্নাঘরে ইলিশ থাকে, তা হলে সকাল থেকেই ইলিশের গন্ধে বাড়ি ম-ম করে। বাজারে ইলিশ এলেই বাড়ির কর্তাদের পকেটে খানিক টান পড়ে ঠিকই, তবে যে স্বাদ ভোজনরসিক বাঙালির মন ভাল করে দেয়, পরম তৃপ্তি দেয়, তার জন্যে এইটুকু খরচ কিছুই নয়।

ইলিশ দিয়ে নতুন কিছু বানাবেন ভাবছেন? গরম গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে বানিয়ে ফেলুন ইলিশ মালাই রোস্ট। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

৪ টুকরো ইলিশ মাছ (রিং করে কাটা)
২ টি পেঁয়াজ কুচি
১ টেবিল চামচ আদা-কাঁচালঙ্কা বাটা

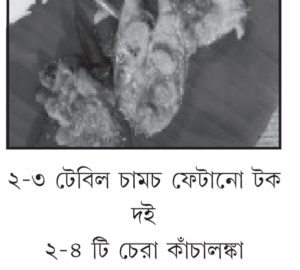

২-৩ টেবিল চামচ ফেটানো টক দই
২-৪ টি চেরা কাঁচালঙ্কা
১০-১২টি কিশমিশ
২টি গোটা শুকনো লঙ্কা
সামান্য এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ
স্বাদমতো নুন ও চিনি
১ কাপ নারকেলের দুধ
১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
১ চা চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কাগুঁড়ো
১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো
১ টেবিল চামচ ঘি
পরিমাণ মতো সর্ষের তেল

পদ্ধতি:

একটি পাত্রে ইলিশ মাছগুলি নিয়ে তাতে নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো আর দই দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিটের জন্য। একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে গোটা গরমমশলা আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। এ বার তেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। পেঁয়াজ ভাজা হলে তাতে আদা-কাঁচালঙ্কা আর কিশমিশ বাটা দিন। তার পর সব গুঁড়োমশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে মাখিয়ে রাখা মাছ দিয়ে দিন। মিনিট দশেক ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। শেষে ঢাকা খুলে নারকেলের দুধ, সামান্য ঘি আর চিনি দিয়ে দিন। ঝোল মাখোমাখো হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবশন করুন ইলিশ মালাই রোস্ট।

প্রতি দিন অল্প কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা অনেক

"স্বাস্থ্যকর বাদাম" বললে প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাঠবাদামের ছবি। আখরোট মস্তিষ্কের স্নায়ুর জন্য ভাল। তুলনায় সস্তা চিনেবাদামের গুণও কম নয়। কিন্তু কাজুবাদাম কিছু ক্ষেত্রে ভাল হলেও মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে খেতে পারেন না। মোদ্দা কথা হল, এই বাদামকে ঠিক স্বাস্থ্যকর খাবারের দলে ফেলতে পারেন না অনেকে।

কারণ, ক্যালোরির দিক থেকে দেখলে অন্যান্য বাদামের চেয়ে কাজুর পাল্লা অনেকটাই ভারী।

মোটামুটি ১০০ গ্রাম কাজুতে ক্যালোরির পরিমাণ প্রায় ৫৯৮। কার্বোহাইড্রেট রয়েছে প্রায় ২১ শতাংশ এবং প্রোটিন রয়েছে ১০ শতাংশ। এ ছাড়া কাজুর মধ্যে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও রয়েছে। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ভিটামিন বি১, বি২, কে, ই, পিপি এবং ফোলিক অ্যাসিড রয়েছে। আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, কপার এবং সেলেনিয়ামের মতো খনিজও রয়েছে এই বাদামে। তবে পরিমিত পরিমাণে কাজুবাদাম খেলে লাভই হবে।

বেশি নয়, দু'-চারটি করে কাজু রোজ মুখে দিলে কী উপকার হবে? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, যে হেতু কাজুবাদাম ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ, তাই হার্টের জন্য নিঃসন্দেহে তা ভাল। আবার, কাজুতে ভিটামিন কে, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, কপারের মতো খনিজ থাকায় তা হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। পেশি মজবুত করতে এবং নমনীয়তা বজায় রাখতেও এই বাদামের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকায় পেটের সমস্যাও বশে থাকে। স্নায়ুতন্ত্রের কর্মকাণ্ড সঠিক ভাবে পরিচালনা করতেও সাহায্য করে। কাজুবাদাম খেলে ওজন বেড়ে যেতে পারে? মেদ ঝরানোর জন্য যাঁরা ক্যালোরি মেপে খাবার খান, তাঁদের চোখে কাজুবাদাম "অপরাধী"। কারণ, এটি উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার। এ ছাড়াও এই বাদামে প্রচুর পরিমাণে অক্সালেট রয়েছে। শরীরে এই উপাদানের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে গেলে কিডনি, পিত্তথলিতে পাথর হতে পারে।

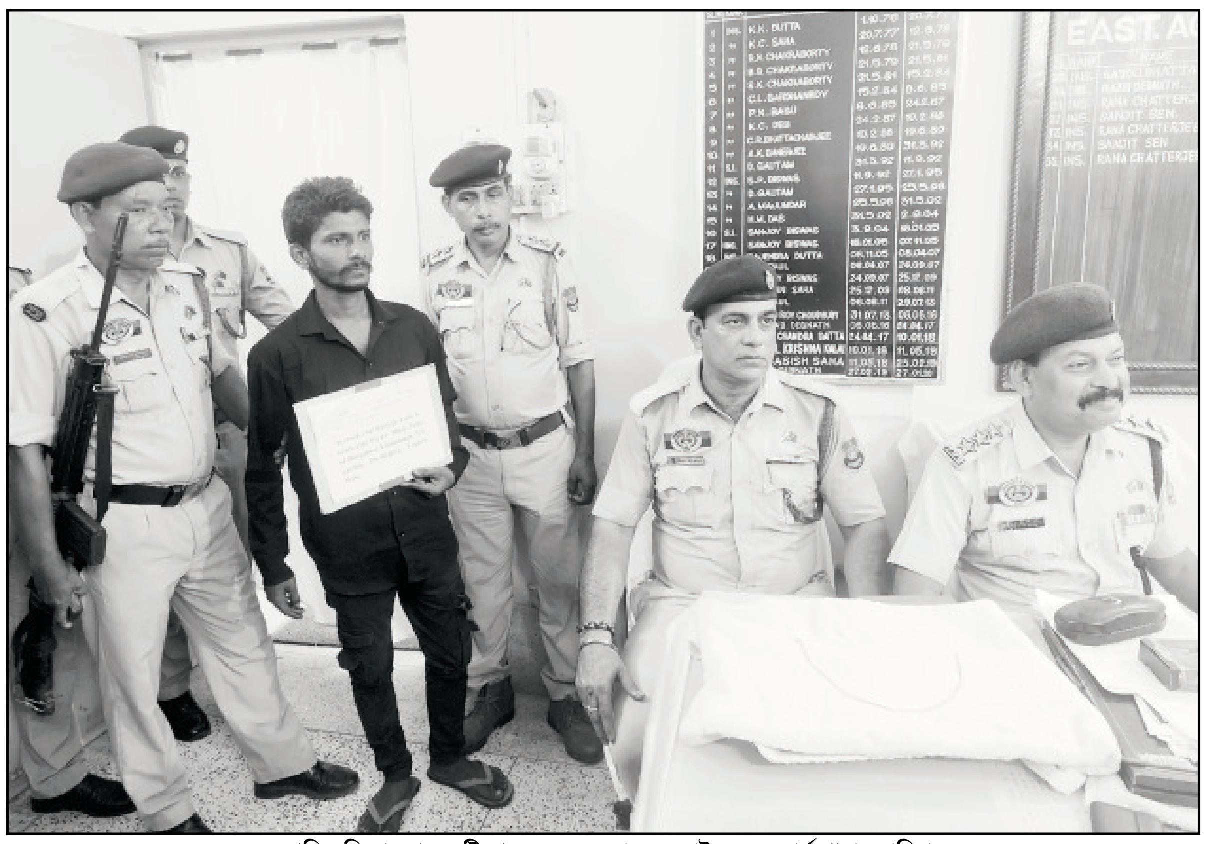

সম্প্রতি চুরি যাওয়া একটি হার সহ এক চোরকে আটক করে পূর্ব থানার পুলিশ।

হিন্দি বিরোধিতা নয়, শুধুই প্রাথমিক শিক্ষায় চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে: উদ্ধব সেনা স্টালিনের অবস্থান থেকে নিজেকে আলাদা করল

মুম্বই, ৬ জুলাই : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিনের হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতার প্রসঙ্গে স্পষ্ট অবস্থান জানাল উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন উদ্ধব সেনা। দলের সাংসদ সঞ্জয় রাউত রবিবার বলেন, 'আমরা হিন্দি ভাষার বিরোধিতা করছি না, আমাদের আপত্তি কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষায় হিন্দি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।'

একদিন আগেই দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর এক মঞ্চে দেখা যায় বিচ্ছিন্ন দুই চাচাতো ভাইউদ্ধব ঠাকরে ও রাজ ঠাকরেকে। মহারাষ্ট্র সরকার প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দিকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করলে দুজনই এই সিদ্ধান্তকে ''জনতার বিজয়'' বলে অভিহিত করেন।

এই প্রেক্ষিতে এম.কে. স্টালিন তাঁদের অবস্থানকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ''ডিএমকে ও তামিল জনগণের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলা হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ভাষা অধিকারের সংগ্রাম এখন মহারাষ্ট্রেও প্রবাহিত হচ্ছে।''

তিনি আরও বলেন, ''উদ্ধবঠাকরের নেতৃত্বে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বিজয় সমাবেশ আমাদের উজ্জীবিত করেছে।''

তবে উদ্ধব সেনার পক্ষ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। সঞ্জয় রাউত বলেন, ''তামিলনাড়ুর মতো আমরা বলি না যে কেউ হিন্দি বলবে না বা হিন্দি বলা যাবে না। আমাদের এখানে হিন্দি সিনেমা, নাটক, গান সবই রয়েছে। তাই আমরা হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে নই।

আমরা কেবলমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করছি।'

তিনি আরও বলেন, 'স্টালিন সাহেবের লড়াইয়ের জন্য আমরা শুভকামনা জানাই, তবে আমাদের অবস্থান এক নয়। মহারাষ্ট্রে আমরা হিন্দি বলি এবং বলতেই থাকব।'

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের ভাষা রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে ভাষাগত আবেগকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করা মঞ্চগুলিতে।

অজ্ঞাত বিমান ট্রাম্পের গলফ কোর্সের আকাশসীমায় প্রবেশ, ইউএস ফাইটার জেট বিমানটিকে বাহিরে ঠেলে দেয়

ওয়াশিংটন, ৬ জুলাই: শনিবার, একটি অজ্ঞাত বিমান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গলফ ক্লাবের নিকটবর্তী অস্থায়ীভাবে সীমিত আকাশসীমায় প্রবেশ করে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই সময় নিউ জার্সিতে তাঁর ৪ঠা জুলাই ছুটির সপ্তাহান্তে অবস্থান করছিলেন। তবে, বিমানটি দ্রুত আমেরিকার এফ-১৬ ফাইটার জেট দ্বারা চিহ্নিত এবং আকাশসীমা থেকে বের করে দেওয়া হয়। ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্কিত এই নিরাপত্তা লঙ্ঘন ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং হোয়াইট হাউস ও পেন্টাগনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত চলছে।

উত্তর আমেরিকান এরোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড এই অজ্ঞাত বিমানটির আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা নিশ্চিত করেছে।নোরাড-এর মতে, এই ঘটনা স্থানীয় সময় শনিবার দুপুর ২:৩৯ মিনিটে ঘটে। এটি ছিল গত কয়েক মাসে এই সীমিত আকাশসীমায় পঞ্চম অঅনুমোদিত প্রবেশ। আমেরিকান এরোস্পেস ডিফেন্স কমান্ডের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, এফ-১৬ ফাইটার জেট বিমানটি ইন্টারসেপ্ট করার পর, এটি বিমানটিকে তাড়িয়ে আকাশসীমার বাইরে বের করে দেয়।

নোরাড তাদের এক্স (পুরানো টুইটার) পেজে লিখেছে, 'নোরাড ৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে বিডমিনস্টার, এনজে-এর উপর একটি অস্থায়ী ফ্লাইট রেস্ট্রিকশন লঙ্ঘনকারী বিমানকে ইন্টারসেপ্ট করেছে। পাইলটদের মনে রাখার জন্য, ফ্লাইটের আগে ফা নোতামস পরীক্ষা করুন!'

নোরাড-এর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাদের একটি বিমান 'হেডবাট ম্যানুভার' নামক কৌশল ব্যবহার করেছে, যা একটি বেসামরিক পাইলটের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়, এবং সফলভাবে বিমানটিকে সীমিত আকাশসীমার বাইরে বের করে দিয়েছে। এই ঘটনার পর, হোয়াইট হাউসের তরফে এখনও কোনো মন্তব্য করা হয়নি। নোরাড জানিয়েছে যে, গত কয়েক সপ্তাহে তারা এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা মোকাবিলা করেছে এবং তারা সাধারণ বিমান চালকদেরকে সীমিত আকাশসীমায় উড়ান করার আগে সমস্ত ফ্লাইট নোটিফিকেশন যাচাই করার পরামর্শ দিচ্ছে।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনির প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিতি ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর

তেহরান, ৬ জুলাই : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি শনিবার প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে হাজির হয়েছেন, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর তার এটি ছিল প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিতি। তিনি রাজধানী তেহরানে আশুরা উপলক্ষে একটি শোকসভায় অংশ নেন। তার উপস্থিতির সময় তিনি কোনো বক্তব্য দেননি, তবে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন তাকে অনুষ্ঠান হলের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখায়, যেখানে তিনি হাত নেড়ে এবং উপস্থিত জনতাকে সম্মান জানান।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনির দীর্ঘ অনুপস্থিতি ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের সময়ে বেশ কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল, বিশেষ করে তার নিরাপত্তা নিয়ে অনেক জল্পনা তৈরি হয়েছিল। খামেনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দেশের সবকিছুতে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ধারণ করেন, এবং তিনি সরকারী এবং সামরিক সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ইরান সরকার যুদ্ধের ফলে ৯০০ জনের বেশি মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে। এছাড়া, ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জাতিসংঘের পারমাণবিক পর্যবেক্ষক সংস্থার নিরীক্ষকদের ওই ক্ষতিগ্রস্ত পারমাণবিক স্থাপনায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে খবর পাওয়া গেছে।

খামেনি তেহরানে তার সরকারি বাসভবন ও অফিসের নিকটে অবস্থিত একটি মসজিদে আশুরা শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, এবং এতে ইরানের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইরানের শিয়া মুসলিমদের জন্য আশুরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিবস, যা হুসেইনের শাহাদতের স্মরণে পালিত হয়। হুসেইন, যিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর নাতি ছিলেন, তার মৃত্যু শিয়া বিশ্বাসের মধ্যে গভীর আবেগ ও ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি করেছে।

যুদ্ধটি ১৩ জুন শুরু হয়, যখন ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক সুবিধা, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের উপর ব্যাপক হামলা শুরু করে।

ইরান প্রতিক্রিয়া হিসেবে ৫৫০টিরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের দিকে ছুঁড়ে দেয়। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্র আটক করা হয়েছে, তবে কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বুড়ো অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং ২৮ জনের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী দালাই লামাকে ৯০তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন: ''ভালবাসা, ধৈর্য্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার প্রতীক''

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : রবিবার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিব্বতি আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামাকে তাঁর ৯০তম জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তিনি ভালবাসা, দয়া, ধৈর্য্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার একটি চিরস্থায়ী প্রতীক।

প্রধানমন্ত্রী দালাই লামার দীর্ঘ জীবন এবং সুস্থতা কামনা করেছেন এবং বলেছেন, তাঁর বার্তা সব ধর্মের মানুষের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধার উৎস হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স এ পোস্ট করে বলেছেন, 'আমি ১.৪ বিলিয়ন ভারতীয়দের সঙ্গে দালাই লামার ৯০তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি ভালবাসা, দয়া, ধৈর্য্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার একটি চিরস্থায়ী প্রতীক। তাঁর বার্তা সমস্ত ধর্মের মধ্যে সম্মান এবং শ্রদ্ধার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন এবং সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি।'

তিব্বতি আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা আজ ৯০ বছর পূর্ণ করেছেন। মক্লোদগঞ্জে তিব্বতী সম্প্রদায় তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে এক সপ্তাহব্যাপী উদযাপন করছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি ধর্মীয় সম্মেলন, যুব ফোরাম, সিনেমা প্রদর্শনী এবং দালাই লামার দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা।

দালাই লামার জন্মদিনের আগের দিন, তিনি বিশ্বের জন্য একটি বার্তা শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি সবার প্রতি দয়ালু হতে এবং বিশ্বের জন্য একটি ভাল স্থান তৈরি করতে অবদান রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

কেন্দ্রীয় তিব্বতী প্রশাসন কর্তৃক জারি করা এক নোটে, তেনজিন গ্যাতসো তাঁর অনুসারীদের জন্য প্রশংসা করেছেন যারা এই উপলক্ষ্যে দয়ালুতা, উত্তম হৃদয় এবং পরোপকারিতার গুরুত্ব তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছেন।

তিনি এক্স-এ লিখেছেন, 'যেহেতু আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিক উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ, তাই শান্ত মন পাওয়ার জন্য একটি ভাল হৃদয় গঠনের দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এটি শুধুমাত্র আমাদের কাছের মানুষদের নয়, বরং সবার প্রতি দয়ালু হতে হবে। এইভাবে, আপনি বিশ্বের জন্য একটি ভাল স্থান তৈরি করতে অবদান রাখতে পারবেন।'

'আমার জন্য, আমি মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, মনের এবং অনুভূতির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানের প্রচার, এবং তিব্বতি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পৃথিবীতে শান্তি এবং দয়ালুতার গুরুত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রাখব,' তিনি আরও বলেন।

মাহুয়া মৈত্র নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) সাংসদ মাহুয়া মৈত্র নির্বাচন কমিশন (ইসি) এর একটি নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন, যা বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ তীব্র সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত। উল্লেখ্য, বিহার এই বছরেই ভোটে যাবে। আগের এসআইআর বিহারে ২০০৩ সালে সম্পন্ন হয়েছিল।

মৈত্র তার পিটিশনে সুপ্রিম কোর্ট থেকে নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ কার্যকরী হতে স্থগিত করার অনুরোধ করেছেন এবং কমিশনকে অন্যান্য রাজ্যগুলোতে এই ধরনের কোনো নির্দেশ জারি না করতে বলার আবেদন করেছেন।

মৈত্র অভিযোগ করেছেন যে, এই নির্দেশটি অযৌক্তিক, অসংবিধানিক এবং এটি গরীব, নারী এবং অভিবাসী ভোটারদের ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।

এর আগে, ''অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস'' (এডিআর) নামক একটি এনজিওও নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল। তারা এই নির্দেশ ও কমিউনিকেশন বাতিল করার আবেদন করেছে, কারণ এটি সংবিধানের ১৪, ১৯, ২১, ৩২৫ এবং ৩২৬ ধারার পাশাপাশি ১৯৫০ সালের প্রতিনিধিত্ব আইন এবং ১৯৬০ সালের নিবন্ধন বিধির ২১এ ধারা লঙ্ঘন করছে বলে দাবি করেছে।

আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, যিনি এই আবেদনটি দায়ের করেছেন, বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ ''যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে'' লক্ষ লক্ষ ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে এবং এটি মুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই নির্দেশনার ডকুমেন্টেশন প্রয়োজনীয়তা, যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাব এবং সংক্ষিপ্ত সময়সীমা এর ফলে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে, যা তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।'

২৪ জুন নির্বাচন কমিশন বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ তীব্র সংশোধন (এসআইআর) পরিচালনার জন্য নির্দেশনা জারি করে। এর উদ্দেশ্য ছিল অযোগ্য নামগুলি বাদ দেওয়া এবং শুধুমাত্র যোগ্য নাগরিকদের তালিকাভুক্ত করা।

ইসি জানিয়েছে, এই সংশোধনটি দ্রুত নগরায়ণ, অভিবাসন, নতুন যোগ্য যুব ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি, মৃতদের নাম না জানানো এবং অবৈধ বিদেশি অভিবাসীদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মতো বিভিন্ন কারণে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল ভোটার তালিকার সঠিকতা এবং সততা রক্ষা করা।

বুথ স্তরের কর্মকর্তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার যাচাইয়ের জন্য এই কাজটি করছেন।

এছাড়াও, ইসি আশ্বস্ত করেছে যে, এই প্রক্রিয়া সংবিধান ও আইনি বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হবে, যেমন সংবিধানের ৩২৬ এবং ১৯৫০ সালের প্রতিনিধিত্ব আইন ১৬ ধারা অনুযায়ী।

নিছক রাজনৈতিক

● **প্রথম পাতার পর**

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

তিনি আরো বলেন, তিপ্রা মথা নেতৃত্বদের গতকালের বক্তব্যে একটা স্পস্ট যে, জনজাতি অংশের জনগণকে যে ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিগত দিনে তারা সমর্থন আদায় করেছিল, সেই প্রতিশ্রুতি পূরনে ভাটা পড়ছে। জনজাতি এলাকাগুলিতে সাংগঠনিক বিপর্যয় ঘটছে। জনজাতি অংশের জনগণ তাদের উপর আর ভরসা রাখছেন না। সমর্থনের ভাঁড় শূন্য হচ্ছে। জনজাতি এলাকায় বিভিন্ন নেতৃত্ব তাদের সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করছেন। পাহাড়ে শক্তি হারাচ্ছে শাসক জোট শরিক।

সমর্থন প্রত্যাহার, লিখিত তথ্য

● **প্রথম পাতার পর**

এখনও পাননি এবং সেই কারণে এই মুহূর্তে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না।

একইসাথে মুখ্যমন্ত্রী তিপ্রা মথা দলের সাথে সরকারের চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, তিপ্রা মথা সুপ্রিমোর সাথে সরকারের এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রয়েছে। এই চুক্তি নিয়ে বর্তমানে প্রক্রিয়া চলছে বলেও তিনি জানান।

মিজোরামে

● **প্রথম পাতার পর**

মেদালা জানান, যাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নেই, তারা টাউন হলে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবীরা সেখানে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করছেন।

পুলিশ জানায়, রবিবার সকাল নাগাদ পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও, সিএনডিএফ দাবি করেছে যে তারা খাওমাউইসহ আশপাশের গ্রামগুলির পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং সোমবারের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে তারা আশা করছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মিজোরামের রাজধানী আইজলে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে সিএনডিএফ ও সিডিএফের মধ্যে একটি ঐক্য চুক্তি সম্পন্ন হয়, যা মায়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও একত্রিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

বিপদনাশিনী পুজোয় সাউন্ড বক্স

● **প্রথম পাতার পর**

বাদল নমঃ সাউন্ড বক্সের আওয়াজ কমানোর জন্য সুদর্শন নম: র বাড়িতে গিয়ে বললে সুদর্শন নম:, সজল নম:, মধু নম: এবং আকাশ নম তার উপর সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ চালায়। এতে আহত হয় বাদল নমঃ। পরে স্থানীয় এলাকাবাসীরা সহ বাদল নম: বিশালগড় থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। অভিযোগ নির্দিষ্ট সময়ের পরেও উচ্চ আওয়াজে মাইক বাজতে থাকলেও প্রশাসনের তরফ থেকেও কোনো বাধা প্রদান করা হয়নি।

তেলিয়ামুড়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

কিন্তু তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলা আসার পথে শিশুটি নাড়াচাড়া করা বন্ধ করে দেয়। অ্যাম্বুলেন্স চালক ও পরিবারের লোক সঙ্গে সঙ্গে ই তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে শিশুটিকে। কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করে। চিকিৎসক নিজেই জানান শিশুটির চার পাঁচ দিন জ্বর এ আক্রান্ত ছিল আজকে তাকে হাসপাতাল নিয়ে আসে এবং হাসপাতালেই রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়। এবং উচ্চ চিকিৎসার জন্য তাকে জিবি রেফার করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রাস্তার মধ্যে শিশুটি মারা যায়। যদি সময় মতো শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হতো তবে শিশুটির জীবন বাঁচানো সম্ভব হতো। একপ্রকার গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে শিশুটির।

টাউন হলের নাম পরিবর্তনের

● **প্রথম পাতার পর**

ভেঙে টাউন হল হিসেবে নির্মিত হয়েছে। প্রায় চার দশক ধরে এই টাউন হল রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ভারতের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি রামাস্বামী ভেঙ্কটরমনের হাতে এই টাউন হলের উদ্বোধন হয়েছে। প্রতিটি শহরেই শহরের একটি ঐতিহ্যবাহী টাউন হল থাকে। তেমনি এই টাউন হল এত বছর ধরে আগরতলার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এর নাম পরিবর্তন করে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে করা কোনোভাবেই শোভা পায় না। এর মাধ্যমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকেও যোগ্য সম্মান জানানো হয়না।

বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, বর্তমানে রাজধানীতে এই ধরনের হলের অভাব রয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে গেলে হল পাওয়া মুশকিল হয়। তাই সেই দিক বিবেচনা করেও সরকার নতুন একটি বড় পরিসরে হল তৈরি করুক। সেই হলের নামকরণ করা হোক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে। তাহলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকেও যোগ্য মর্যাদা প্রদান করা হবে। বিজেপি তাদের দলের আর্দশের নামে কোন হল নামাঙ্কিত করতে চাইছে তাতে কোন অসুবিধা নেই, তবে টাউন হলের নাম পরিবর্তন করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি সরকার আরো একবার বিবেচনা করে দেখুক, দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

রাস্তার বেহাল অবস্থা

● **প্রথম পাতার পর**

জলে কাঁদায় একাকার হয়ে থাকে রাস্তাটি। ভারী বৃষ্টিপাতে রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে। একেবারে চলার অযোগ্য হয়ে পড়ে রাস্তাটি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বেশ কয়েকবার বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তারা বার কয়েক রাস্তাটি এসে পরিদর্শনও করেছেন। কিন্তু প্রায় দু থেকে তিন বছর ধরে রাস্তাটি একইভাবে রয়েছে। এই রাস্তা ধরেই বিধায়কের গাড়িও আসা-যাওয়া করে। তবুও ওই রাস্তাটি সংস্কারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এদিন স্থানীয় জনগণ।

আগরতলা টাউন

● **প্রথম পাতার পর**

যেসব কাজ মানুষের জন্য করে গিয়েছেন সেটাকে আরো জানতে হবে, বুঝতে হবে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের মহান ব্যক্তিদের জীবন দর্শন আমাদের সামনে তুলে ধরছেন তিনি। আজ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন সরকারিভাবে উদযাপন করার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েদের এসম্পর্কে অবগত করা। দেশের জন্য তিনি কি কাজ করেছেন সেবিষয়ে তাদেরকে জানানো।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখন যে কথা বলছেন সেটা আগেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন। বিশেষ করে সমাজ সংস্কার করার বিষয় সম্পর্কে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের অর্থনীতির বুনিয়াদ, সামাজিক অবস্থানের রূপরেখা কিছুই ছিল না। দেশ একটা মিশ্র ধারনা নিয়ে চলছিল। আর দেশের উন্নতি সেভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বলছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস এর কথা। আমাদের ভারতবর্ষে অনেক মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই তাঁদের জন্মদিন, বলিদান দিবস কিংবা প্রয়াণ দিবস আমরা পালন করি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অখন্ড ভারতও সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নির্মাণের যে চিন্তাভাবনা করেছেন তাকে পাথেয় করে দেশ ও রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আমাদের এগিয়ে যাওয়ার দিশা দেখিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নির্দেশিত দিশায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে কাজ করছেন। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার করছেন তিনি। মুসলিম সমাজে মহিলাদের তিন তালাক প্রথা বিলোপ করেছেন। আর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক রাজ্য সরকারও কাজ করছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নীতি ও আদর্শকে পাথেয় করে ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশে একের পর এক পরিবর্তন ঘটছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিল্প, শিক্ষা, কৃষি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। অর্থনীতির দিক থেকে ১১তম স্থান থেকে উঠে এসে ভারত এখন চতুর্থ স্থানে চলে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে ভারতকে এখন সম্মানের নজরে দেখে গোটা বিশ্ব।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি জনমুখী প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দেওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে আমাদের সরকার। এজন্য রাজ্যে প্রতি ঘরে সুশাসন কার্যক্রম করা হয়েছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের স্কিমগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। ত্রিপুরায় প্রত্যেকটি জনজাতি গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। তাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি সংস্কৃতি ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির রাজ্যভিত্তিক জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি ঘোষণা দেন এখন থেকে আগরতলা টাউন হলের নামকরণ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে হবে। সেই সঙ্গে টাউন হলের সামনে ড. মুখার্জির প্রতিকৃতি স্থাপন করা হবে। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেসমস্ত ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ কাজে অবদান রেখেছেন তাদের আগামী শিক্ষক দিবসে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে সম্মাননা প্রদান করবে শিক্ষা দপ্তর।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মহাকুম্ভের ঢেউ আছড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। মন্দিরের তিনদিকের রাস্তা ও দখলে ছিল জনতার। রাত জেগেছিল উৎসব মুখর মানুষ। চারিদিকে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে বসা দোকানগুলিতেও ক্রেতা বিক্রেতার ভিড়ে গমগম করছিল। এদিকে আনন্দমেলা ও বিভিন্ন মনোরঞ্জনের ভরপুর ছিল মেলা প্রাঙ্গণ। এদিকে পুরাতন হাভেলি রি দুটি মুক্তমঞ্চে নানা ধরনের গান বাজনা মজে গিয়েছিল বহু মানুষ। বৈচিত্র ভরপুর খারচি উৎসব যেন প্রতিনিয়তই নতুন রূপে সজ্জিত হয়ে উঠেছে। এদিকে দূরদূরান্ত থেকে আসা সাধু সন্ত্ররাও উৎসব প্রাঙ্গনে নিজেদের মতন করে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করছিলেন। মন্দিরে অগণিত ভক্তে নৈ বদ্য সাজিয়ে চতুর্দশ দেবতা দের নামে উৎসর্গ করার জন্য ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। চারদিকে আলোর সজ্জায় ঝলমল করছিল গোটা আকাশ। উৎসবের আরো তিন দিন বাকি থাকলেও রবিবারের রাত ছিল একটু অন্য সাজে। আষাঢ়ের আকাশে কালো মেঘের ছাউনি মাঝে মাঝে পূর্ণিমার চাঁদকে ঢেকে দিলেও অসুর মেঘের দাপট ছিল না এদিন। তাতে করে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কুম্ভের স্বাদ অনেকেই ঘাটছি প্রাঙ্গনে মিটিয়ে নিয়েছে।

আমুলের ৩৬৫ কোটির চকলেট ও চিজ প্রকল্পের উদ্বোধন, দুগ্ধ খাতে ভারতের আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

আনন্দ , ৬ জুলাই : ভারতের দুগ্ধ খাতে আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হলো। দেশের অন্যতম বৃহৎ সমবায় সংস্থা আমুলের দুটি বৃহৎ প্রকল্প — চকলেট ও চিজ উৎপাদনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম — আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। মোট ৩৬৫ কোটি ব্যয়ে নির্মিত এই দুই প্রকল্প ভারতের দুগ্ধ শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল সহযোগিতা মন্ত্রকের চার বছর পূর্তি এবং ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে। এই উপলক্ষে গুজরাটের আনন্দ শহরে অবস্থিত ন্যাশনাল ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলসহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে মোগারে অবস্থিত আমুলের চকলেট প্ল্যান্ট, যা ১০৫ কোটি ব্যয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই প্ল্যান্টে দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ টন থেকে বাড়িয়ে ৬০ টনে উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি খাত্রাজে অবস্থিত ড. ভার্ঘেজ কুরিয়েন চিজ প্ল্যান্টে ২৬০ কোটি ব্যয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মোজারেলা চিজ, ইউএইচটি দুধ, হুই-ভিত্তিক পানীয়, প্রসেসড চিজ এবং স্মার্ট ওয়্যারহাউসের উৎপাদন ও সংরক্ষণ সম্ভব হবে। এছাড়াও উদ্বোধন করা হয়েছে এনডিডিবি-এর অধীনে তৈরি হওয়া ৪৫ কোটি ব্যয়ে নির্মিত 'রেডি-টু-ইউজ কালচার' প্ল্যান্ট এবং ৩২ কোটি ব্যয়ে নির্মিত গুঞ্খঙ্গচজ্জ-এর নতুন প্রধান কার্যালয়, মানিবেন প্যাটেল ভবন। এনডিডিবি-এর নতুন অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

এই অনুষ্ঠানে শ্রী অমিত শাহ নতুনভাবে গঠিত বহু-রাজ্য সমবায় সংস্থা 'সরদার প্যাটেল কো-অপারেটিভ ডেইরি ফেডারেশন লিমিটেড'-এর উদ্বোধন ও লোগো উন্মোচন করেন। এ সময় তিনি বলেন, 'ভারতের সমাজে সহযোগিতার ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঐতিহ্যকে সাংগঠনিক কাঠামো দিয়েছেন এবং ৮.৪ লাখ সমবায় সংস্থা, যার সঙ্গে ৩১ কোটি মানুষ যুক্ত, তাদের কার্যক্রমে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন।' তিনি উল্লেখ করেন, গত চার বছরে সহযোগিতা মন্ত্রক ৬০টিরও বেশি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে, যার ভিত্তি "৫টি পি " — পিপল, পাকস, প্লাটফর্ম, পলিসি, প্রসপেরিটি।

মন্ত্রী বলেন, সমবায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। তিনি জানান, বর্তমানে গুজরাটে ৩৬ লক্ষ এবং অন্যান্য রাজ্যে ২০ লক্ষ মহিলা দুগ্ধ খাতে সরাসরি যুক্ত আছেন, যাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বছরে ৮০,০০০ কোটির ব্যবসা হচ্ছে, যা আগামী বছর ১ লক্ষ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং দেশের বৃহত্তর অর্থনীতিতে গরিব, কৃষক ও মহিলা শ্রেণির অবদান নিশ্চিত করা যাবে। শ্রী অমিত শাহ তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, "সহযোগিতা টিকিয়ে রাখতে হলে তিনটি বিষয় জরুরি — স্বচ্ছতা, প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা এবং সদস্যদের কেন্দ্রে রাখা।" তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্ষে এই তিনটি নীতি বাস্তবায়নের জন্য দেশের সব সহযোগিতা নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে 'ত্রিভুবন সাহকারি বিশ্ববিদ্যালয়'-এর স্থাপনা, যা সহযোগিতা ও সমবায় শিক্ষায় দেশে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। এছাড়া দেশে ২ লক্ষ নতুন প্রাইমারি কৃষি ঋণ সমবায় , তিনটি শস্য বিপণন বিষয়ক এবং তিনটি দুগ্ধজাত পণ্য বিষয়ক জাতীয় স্তরের সমবায় সংস্থার পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয়েছে। আজকের এই আয়োজনের মাধ্যমে শুধু একটি অর্থনৈতিক প্রকল্প নয়, বরং ভারতের প্রাচীন সহযোগিতার মডেলকে আধুনিক প্রযুক্তি ও নীতির সাথে যুক্ত করে একটি নতুন দিশার সূচনা হলো — যা আত্মনির্ভর ভারতের পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন, আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ধর্মনগর, ৬ জুলাই: যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মনগরে উদযাপিত হল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও ধর্মনগর পুর পরিষদের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এক আলোচনা চক্র ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা রিপন চাকমা, জেলা শিক্ষা দপ্তরের এস.ডি. সমীর রঞ্জন নাথ, জেলা সাংস্কৃতিক কমিটির সদস্য তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সমর চক্রবর্তী, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অশোক দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক সঞ্জীব কুমার দাস।

অনুষ্ঠান শেষে এক সাক্ষাৎকারে সহ-অধিকর্তা রিপন চাকমা জানান, রাজ্যের অন্যান্য মহকুমাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মনগরেও মহকুমাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা চক্রে মহকুমার মোট বারোটি বিদ্যালয় থেকে বারোজন ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে।

নেশামুক্ত সমাজ গড়তে লাল বাহাদুর এলাকায় অভিনব উদ্যোগ: পোস্টার লাগিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

আগরতলা, ৬ জুলাই : রাজ্যজুড়ে যখন নেশামুক্ত অভিযান চলছে, তখন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাকেও নেশার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে সমাজের সচেতন নাগরিকরা এগিয়ে এসেছেন। এবার এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করতে এক অভিনব পদক্ষেপ নিলেন লাল বাহাদুর এলাকার যুব সম্প্রদায়। এলাকার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা নেশার আড্ডাগুলিতে নেশা বিরোধী পোস্টার লাগিয়ে যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করার কাজ শুরু করেছেন তাঁরা।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো, যুব প্রজন্মকে নেশার অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং একটি সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা। যুবকদের বিশ্বাস, এই পোস্টারগুলির মাধ্যমেও যদি কিছু সংখ্যক যুবকও নেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। লাল বাহাদুর এলাকার এই যুবকদের মহৎ উদ্যোগে সামিল হয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। কলেজ ছাত্রী থেকে শুরু করে অধ্যাপিকা পর্যন্ত অনেকেই এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে নিজেদের যুক্ত করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একদিকে যেমন যুব সমাজকে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে নেশা বিরোধী অভিযানে এক নতুন মাত্রা যোগ করছে।

সমাজের সচেতন নাগরিকদের এই ধরনের উদ্যোগ প্রমাণ করে যে, সরকার ও প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া নেশামুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা কঠিন।

শান্তিরবাজারে সাড়ম্বরে পালিত হল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী

শান্তিরবাজার, ৬ জুলাই : যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহের সঙ্গে শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটোরিয়ামে পালিত হলো ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী। শান্তিরবাজার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, শান্তিরবাজার পৌর পরিষদ এবং বগাফা ব্লকের যৌথ উদ্যোগে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রবিবার।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধক ছাড়াও আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, কাউন্সিলর নেপালচন্দ্র দাস, শান্তিরবাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয় থেকে ডিসিএম পবিত্র দাস এবং শান্তিরবাজার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অনুপম পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন শান্তিরবাজার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অনুপম পাল। এরপর ডিসিএম পবিত্র দাস ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বর্ণময় জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি বিস্তারিতভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন। উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দও ডঃ মুখার্জির অবদান ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তাদের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন ধরনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে।

চুরি যাওয়া স্বর্ণের চেইন সহ চোর আটক, আদালতে প্রেরণ

আগরতলা, ৬ জুলাই : সম্প্রতি চুরি যাওয়া একটি স্বর্ণের চেইনসহ এক চোরকে আটক করেছে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। এই ঘটনায় বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়। তিনি জানান, কিছুদিন পূর্বে চন্দ্রপুরের এক বৃদ্ধ মহিলা পূর্ব থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে চোরকে আটক করা হয়েছে।

এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় সংবাদমাধ্যমকে আরও জানান যে, পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি এই চুরির তদন্তের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করেছিলেন। এই দলটি এই ধরনের চুরির সাথে জড়িতদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে। এরপর, চুরির শিকার হওয়া বৃদ্ধা মহিলার দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী অভিযুক্ত চোরকে শনাক্ত করতে সফল হয় পুলিশ।

ধৃত চোরকে রবিবার পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় আশ্বাস দিয়েছেন যে, পুলিশি তদন্তে এই চুরির সাথে যুক্ত অন্যান্যদেরও খুঁজে বের করা হবে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডোর টু ডোর কর্মসূচিতে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য

আগরতলা, ৬ জুলাই: আজ জাতীয়তাবাদী নেতা ও ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী। এই দিনটিকে সামনে রেখে আজ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১১ বছরের কার্যপ্রণালী নিয়ে ঘর ঘর প্রচারের সূচনা করেছে বিজেপি।

এরই অঙ্গ হিসেবে আজ বনমালীপুর মন্ডলের অন্তর্গত ৪৫ নম্বর বুথে এই ডোর টু ডোর কর্মসূচির সূচনা হয়। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। এদিন প্রথমে বুথ কার্যালয়ের সামনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। তারপর ডোর টু ডোর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন সাংসদ।

এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, আজ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ডোর টু ডোর কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনকল্যাণে কি কি কাজ করেছেন তা লিপিবদ্ধ করে এই কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে বলেও দাবি করেন সাংসদ।

টিজিইএ বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৬ জুলাই:-রবিবার বেলা সাড়ে বারোটায় টিজিইএ বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে টিইসিসি (এইচ বি আর) বিলোনীয়া মহকুমা অফিস গৃহে হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শিবিরকে ঘিরে সংগঠনের নেতা কর্মীদের মধ্যে ছিল দারুন উৎসাহ। এইদিনের শিবিরে ২৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক অশোক মিত্র।

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অশোক মিত্র, বিধায়ক দীপংকর সেন, দক্ষিন জেলা শান্তির বাজার হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক ইনচার্য্য ডা: সুব্রত দাস , টি জি ই এ রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত দত্ত মজুমদার , বিলোনীয়া বিভাগীয় সম্পাদক সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী , সভাপতিত্ব করেন ধীমান চক্রবর্তী , উপস্থিত ছিলেন রক্তদান শিবিরে চ্যায়রম্যান শিক্ষক কর্মচারী নেতা জীবন শীল প্রমুখ।

শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন রক্তদান একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ত্রিপুরাতে রক্তদান সামাজিক রূপ নিয়েছিল বিশেষত ২০১৮ সালের পূর্বে। রক্তদানের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা হয়েছে ২০১৮ সালের পরে। ত্রিপুরায় রক্তদান ছিল মিলনের উৎসব। বামফ্রন্ট সরকারের সময় ত্রিপুরায় বৎসরে স্বচ্ছায় রক্তদান শিবির থেকে ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ রক্ত গ্রহন করা হতো। বর্তমান জোট সরকারের শাসনে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এর উদ্যোগে উত্তর জেলায় মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ জুলাই: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এর উদ্যোগে, অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, উত্তর ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কার্যালয় , ব্রজেন্দ্র নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহায়তায় আজ ৬ জুলাই এক মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবির উত্তর ত্রিপুরার ব্রজেন্দ্র নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে রাণীবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে মোট ৫৭৫ জন রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন সাতসঙ্গম নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতীশ দাস। রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান করেন।

মেডিসিন বিভাগে মোট ২৬৭ জন রোগী , অর্থোপেডিক্স বিভাগে মোট ৬২ জন রোগী, স্ত্রী রোগ এবং প্রসূতি বিভাগে ৬০ জন, পেডিয়াট্রিক্স বিভাগে মোট ৫২ জন , নাক- কান -গলা বিভাগে মোট ৫২জন, সার্জারি বিভাগে ৪১ জন রোগী ও অপথালমোলজি বিভাগে ৪১ জন রোগী পরিষেবা লাভ করেন। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দীপক চন্দ্র হালদার, এটিজিডিএর উত্তর জেলা সম্পাদক ডাঃ আশিস দাস কানুনগো, ব্রজেন্দ্রনগর পিএইচসি এর মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ ডাঃ শীলভদ্র সিংহ। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ থেকে আগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল, যাঁরা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন, জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কনক চৌধুরী, এমডি (মেডিসিন), ডাঃ ভার্গব পাল, এমডি (মেডিসিন),

ডাঃ বিকাশ মজুমদার, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ,ডাঃ সত্যকাম চক্রবর্তী, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ,ডাঃ রিপন দেববর্মা, শিশু বিশেষজ্ঞ,ডাঃ কিশোর কুমার দাস, সার্জন,ডাঃ স্বরূপ সরকার, অর্থোপেডিক্স সার্জন,ডাঃ সন্দীপ সরকার, চক্ষু বিশেষজ্ঞ।উত্তর ত্রিপুরা জেলার যেসব চিকিৎসক এই শিবিরে পরিষেবা প্রদান করেন তাঁরা হলেন ডাঃ ভাস্কর দাস, মেডিক্যাল সুপারিন্টেনডেন্ট, জেলা হাসপাতাল, উত্তর ত্রিপুরা, ডাঃ সন্দীপক রায়, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারিন্টেনডেন্ট, জেলা হাসপাতাল ও জেলা চক্ষু বিশেষজ্ঞ, উত্তর ত্রিপুরা, ডাঃ বিরেশ্বর সাহা, মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ , পদ্মপুর ইউপিএইচসি, ডাঃ সন্দীপ দেব, মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ , কদমতলা সিএইচসি, ডাঃ অরিজিৎ দাস, মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ , শনিছড়া পিএইচসি ডাঃ রাহুল পুরকায়স্থ, ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার।

শিবিরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১৫০ জনের এইচআইভি স্ক্রিনিং টেস্ট, ১৫০ জনের হেপাটাইটিস বি টেস্ট, ১৫০ জনের ভিডিআরএল টেস্ট, ১৭০ জনের ব্লাড সুগার টেস্ট, ১৭০ হিমোগ্লোবিন টেস্ট করা হয় ,পোর্টেবল চেস্ট এক্স-রে করা হয় ৫১ জনের ,১৩ জনেরথুতুর নমুনা সংগ্রহ করা হয়, ইসিজি করা হয় ২২ জনের, দৃষ্টি ও ছানি পরীক্ষা করা হয় ৪০ জনের, ছানি শনাক্ত করা হয় ১০ জনের, ৮ জনকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা এইডস কন্টোল সোসাইটি সহ জেলা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বিভিন্ন সোসাইটি এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনে বিশেষ সহায়তা করে। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে প্রাপ্ত পরিষেবা যাতে গ্রামস্তরেও মানুষ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে এই আয়োজন। ইতিপূর্বে মনুবাজার সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ছামনু সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকায় এই ধরনের মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারের উদ্যোগটি চতুর্থ। জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট এবং অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কনক চৌধুরী এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ঘরের বেড়া কেটে স্বর্ণালংকার সহ মূল্যবান আসবাবপত্র নিয়ে পালালো চোর

আগরতলা,৬ জুলাই: অসহায় বিধবা মহিলার ঘরে বেড়া কেটে হানা দিলো চোরের দল। ঘরে থাকা স্বর্ণালংকার সহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে চোরের দল। আজ সকালে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। এটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, চড়িলাম ৬ নং কলোনি এলাকার তনুশ্রী সাহার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে মাত্র তিন মাস হলো। তার মধ্যে অসহায় বিধবার ঘরের বেড়া কেটে চোরের দল ঘরে হানা দেয়। শনিবার গভীর রাতে অসহায় বিধবা তনুশ্রী সাহা, স্বামী মৃত রাজেশ রায় গতকাল বাড়িতে না থাকাই চোরের দল ঘরের বেড়া কেটে হানা দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চুরি করে নিয়ে যায়।

জানা যায়, শনিবার তনুশ্রী সাহা তার সন্তানকে নিয়ে অন্যত্র ছিলেন। রবিবার সকাল বেলায় তিনি ঘরে এসে দেখতে পান তার ঘরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চিৎকার শুরু করতে পাড়া প্রতিবেশী ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ থানায়। পুলিশ খবর পেয়ে দক্ষিণ চড়িলাম ৬ নং কলোনি অসহায় বিধবা মহিলা তনুশ্রী সাহার বাড়িতে ছুটে আসেন। চোরের ঘটনা নিয়ে পুলিশ তদন্তে নামে।

তনুশ্রী সাহার অনুমান, এলাকারই কিছু নেশায় আসক্ত যুবকরা এ সমস্ত চুরির ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। এখন দেখার পুলিশ চোরদের আটক করতে সক্ষম হয় কিনা।

নাশকতার আগুনে পুড়ল গৃহস্থের খড়ের কুঞ্জ !

বিশালগড়, ৭ জুলাই: বিশালগড় রঘুনাথপুর ৮ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মানিক লাল বণিকের বাড়িতে রবিবার দুষ্কৃতীদের লাগানো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তাঁর খড়ের কুঞ্জ। তবে কে বা কারা এই নাশকতার ঘটনা ঘটিয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

যখন মানিক লাল বণিকের বাড়ির খড়ের কুঞ্জে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আগুনের শিখা দেখে প্রথমে এলাকাবাসীরাই ছুটে আসেন এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এরপর দ্রুত বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে।

নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাতদিনব্যাপী এনএসএস বিশেষ শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই: নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত ২৪শে জুন থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় সাতদিনব্যাপী এন.এস.এস (জাতীয় সেবা পরিকল্পনা) শিবির। এই শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন টি.সি.পি.সি.আর-এর চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা।

শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতা গড়ে তোলা। সাতদিনব্যাপী এই শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিদ্যালয় চত্বর ও আশেপাশের এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান,বাজার সাফাই, নেশামুক্তি বিরোধী সচেতনতা অভিযান,বিদ্যালয়ের বাগান পরিচর্যা এবং একটি রক্তদান শিবির, যা ছিল শিবিরের বিশেষ আকর্ষণ।

শিবিরের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমার এস.ডি.এম, শ্রী সুভাষ দও মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি সুচিত্রা সরকার মহোদয়া।

অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা নাট্যকার ও প্রভাষক প্রফেসর সায়ন চৌধুরী, যিনি 'বয়ঃসন্ধিকাল: চ্যালেঞ্জ ও সচেতনতা' বিষয়ক এক মনোগ্রাহী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়াও ডি.এস.পি শ্রীমতি সীমা বিশ্বাস বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন চন্দন সরকার, সুদীপ কুমার পাল এবং মাল্যবান চক্রবর্তী। মাল্যবান চক্রবর্তীর নেশামুক্তি বিষয়ক বক্তব্য ছিল বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয়।

এই শিবিরটি শিক্ষার্থীদের মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ,এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার, শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই শিবিরটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

পূর্ব শত্রুতার জেরে রাতের আঁধারে এক মহিলার বসত ঘরে অগ্নিসংযোগ, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ জুলাই: ইরানি থানার অধীনে পূর্ব ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড এলাকায় রাতের আঁধারে এক মহিলার বসত ঘরে অগ্নিসংযোগ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। এমনই অভিযোগ মহিলার। রবিবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলে একটি ঘর। ঘটনাটি ঘটে কৈলাসহর ইরানি থানার অধীনে পূর্ব ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

এক মহিলা উনার সন্তানকে নিয়ে সেই ঘরের মধ্যে বসবাস করতেন। পূর্ব শত্রুতার জেরে রবিবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা পেট্রোল ঢেলে সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রা এসে ঘটনাস্থলে জড়ো হন। ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ছাগল মোরগ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তিন থেকে চার লক্ষ টাকা হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইরানি থানার পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দক্ষিণজেলা প্রেসক্লাবের নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নিয়ে বর্ধিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৬ জুলাই: দক্ষিণজেলা প্রেসক্লাবের আত্মপ্রকাশ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নিয়ে বর্ধিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে রবিবার বেলা বারোটায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা করেন জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত। সাথে ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, পুর পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, জেলা তথ্য দপ্তরের আধিকারিক প্রমোদ আচার্য্যী, দক্ষিণ জেলা প্রেস ক্লাবের মুখ্য উপদেষ্টা স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, সভাপতি বন্ধন দাস, সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর শুরু হয় সভার কাজ। প্রথমে জেলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্য্যের আলোচনা রাখতে গিয়ে, জেলা প্রেসক্লাবের আত্ম প্রকাশের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, এই ক্লাব দক্ষিণ জেলা সাংবাদিকের স্বার্থে কাজ করবে, সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যায় পাশে থেকে সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করবে। সম্পাদকের আলোচনা শেষে, বিলোনিয়া, শান্তির বাজার ও সাব্রুম থেকে আগত সাংবাদিকরা বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরার পর যারা জেলা প্রেস ক্লাবের আওতায় আসেনি তাদেকে এই প্রেস ক্লাবের আওতায় নিয়ে আসার জন্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। এরপর উপস্থিত অতিথিগন দক্ষিণ জেলা প্রেসক্লাবের চলার পথ সুগম হোক এবং শ্রী বৃদ্ধি কামনা করেন। পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার সব সাংবাদিকদের নিয়ে এই ক্লাব পথ চলা শুরু করবে কামনা করে সবাইকে জেলা প্রেসক্লাবে অন্তভূক্ত করার আবেদন জানান। পাশাপাশি সরকারের ভালো কাজের প্রচার প্রসার সহ সরকারের ব্যার্থতা ও দোষ ত্রুটি তুলে ধরার প্রয়োজন, যাতে করে কাজের অগ্রগতি বাড়ানো যায়।

উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট-এর ৪র্থ পর্যায়ে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৬ জুলাই: বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট-এর ৪র্থ পর্যায়ে রবিবার দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ মে থেকে শুরু হয়ে বেশ কিছু ইনডোর, আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি আজ দাবা প্রতিযোগিতার পর ১৩ জুলাই প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সদস্যদের মধ্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। আজ অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতায় কিরীটি দত্ত চ্যাম্পিয়ন এবং সুপ্রভাত দেবনাথ রানার্স-আপ হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন কীংকর শীল। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, কার্যকরী সদস্য সন্তোষ গোপ, বিশ্বজিৎ দে, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা ও আলোচনায় প্রত্যেকেই সাংবাদিক খেলোয়াড়দের বিনোদনমূলক এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনায় স্পোর্টস সাব কমিটির ভূয়যী প্রশংসা করেন। স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ ওনার বক্তৃতায় খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট কনভেনর সুপ্রভাত দেবনাথ। দাবার বোর্ডে সভাপতি প্রনব সরকার এবং সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায় প্রতিকী গুটির চাল দিয়ে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেন ফি-ডে আরবিট্রেটর মিটন গোপ। প্রতিযোগিতা চলাকালীন আগরতলা প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক কমল চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য অভিষেক দেববর্মা এবং স্পোর্টস কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যা প্রমুখ উপস্থিত থেকে খেলোয়ারদের উৎসাহিত করেন এবং শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য, আগামী ১৩ জুলাই, সদস্য সাংবাদিকদের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

সাংবাদিকদের দাবায় চ্যাম্পিয়ন কিরীটি রানার্স সুপ্রভাত, কীংকর তৃতীয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট-এর ৪র্থ পর্যায়ে রবিবার দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৪ মে থেকে শুরু হয়ে বেশ কিছু ইনডোর, আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি আজ দাবা প্রতিযোগিতার পর ১৩ জুলাই প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সদস্যদের মধ্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। আজ অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতায় কিরীটি দত্ত চ্যাম্পিয়ন এবং সুপ্রভাত দেবনাথ রানার্স-আপ হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন কীংকর শীল। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, কার্যকরী সদস্য সন্তোষ গোপ, বিশ্বজিৎ দে, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা ও আলোচনায় প্রত্যেকেই সাংবাদিক খেলোয়াড়দের বিনোদনমূলক এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনায় স্পোর্টস সাব কমিটির ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ ওনার বক্তৃতায় খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট কনভেনর সুপ্রভাত দেবনাথ। দাবার বোর্ডে সভাপতি প্রনব সরকার এবং সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায় প্রতিকী গুটির চাল দিয়ে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেন ফি-ডে আরবিট্রেটর মিটন গোপ। প্রতিযোগিতা চলাকালীন আগরতলা প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক কমল চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য অভিষেক দেববর্মা এবং স্পোর্টস কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যা প্রমুখ উপস্থিত থেকে খেলোয়ারদের উৎসাহিত করেন এবং শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য, আগামী ১৩ জুলাই, সদস্য সাংবাদিকদের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। স্পোর্টস কমিটির কনভেনর তথা আগরতলা প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় ৫৪তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় নবনির্মিত সিন্থেটিক ট্র্যাকে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৫৪ তম ত্রিপুরা স্টেট অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ আজ, রবিবার থেকে বাধারঘাটস্থিত স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দশরথ দেব স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এই রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ নবনির্মিত দেবভক্তি জমাতিয়া মেমোরিয়াল অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্যের আটটি জেলা থেকে বিশেষ করে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল সহ দশটি ইউনিট থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক অ্যাথলেট এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। পুরুষ মহিলা উভয় বিভাগে পাঁচটি পৃথক বয়স ভিত্তিক গ্রুপে ১২০ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। আজ, রবিবার বেলা ২ টা থেকে প্রতিযোগিতার কার্যক্রম শুরু হলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি তথা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি বোর্ডের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সভাপতি তথা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, রাজ্য অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি রতন দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতিত্ব করেন রাজ্য অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি শংকর লাল ভট্টাচার্য্য। স্বাগত ভাষণ রাখেন সম্পাদক অপু রায়। খেলোয়ারদের পক্ষে শপথ বাক্য পাঠ করেন অ্যাথলেট দীপশিখা সূত্রধর। সারা রাজ্যের সব ক-টি ইউনিট থেকে আগত অংশগ্রহণকারী এথলেটদের মার্চ পাস্ট এবং শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মূলতঃ নবনির্মিত সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে ৫৪ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক অন্য মাত্রা বয়ে এনেছে।

উইম্বলডনের শেষ ষোলোয় শীর্ষ বাছাই সিনার, সাবালেঙ্কার কাছে হেরে বিদায় রাডুকানুর, হার গত বারের চ্যাম্পিয়নেরও

উইম্বলডনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠতে বিশেষ ঘাম ঝরাতে হল না ইয়ানিক সিনারকে। পুরুষদের শীর্ষ বাছাই খেলোয়াড় স্ট্রেট সেটে হারালেন স্পেনের পেদ্রো মার্তিনেসকে। খেলার ফল ৬-১, ৬-৩, ৬-১। মেয়েদের শীর্ষ বাছাই এরিনা সাবালেঙ্কাও চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন। তিনি হারিয়েছেন এমা রাডুকানুকে। মেয়েদের সপ্তম বাছাই মিরা আন্দ্রিভাও জিতেছেন। তবে হেরে গিয়েছেন মহিলাদের বিভাগে গত বারের বিজয়ী বাব. ে বাব. া ক্রেজিকোভা।উইম্বলডনে এ দিন নজিরও গড়েছেন সিনার। এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় মাত্র ১৭টি গেম হারিয়েছেন তিনি। চতুর্থ রাউন্ডে ওঠার পথে সবচেয়ে কম গেম হারানোর নজির স্পর্শ করেছেন সিনার। এত দিন একক ভাবে এই নজির ছিল ইয়ান কোডেসের। ১৯৭২ সালে এই নজির গড়েছিলেন। শুধু গেমই নয়, চতুর্থ রাউন্ডে ওঠার পথে সব সার্ভিস ধরে রেখেছেন সিনার। সার্ভিসে মোট ৩৭টি গেম পেয়েছেন তিনি।মার্তিনেসকে খাতা খুলতে না দিয়ে প্রথম সেটেই ৫-০ এগিয়ে যান সিনার। এর পরে স্পেনের খেলোয়াড় মেডিক্যাল টাইম-আউট হন। কোর্টে চিকিৎসককে ডেকে ডান কাঁধের চিকিৎসা করান তিনি। সার্ভ করতে সমস্যা হচ্ছিল মার্তিনেসের। ১২৮ কিমি বেগেও সার্ভ করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। উল্টো দিকে সিনারকে রোখাই যাচ্ছিল না।সব গ্র্যান্ড স্ল্যাম মিলিয়ে ১৭ বার চতুর্থ রাউন্ডে উঠলেন সিনার। ইটালীয় হিসাবে নজির গড়লেন। টপকে গেলেন নিকোলা পিয়েত্রাঞ্জেলিকে (১৬)। উইম্বলডন টানা চার বার চতুর্থ রাউন্ডে উঠলেন তিনি।ম্যাচের পর সিনার বলেছেন, “উইম্বলডনের দ্বিতীয় সপ্তাহে পৌঁছোতে পেরে ভাল লাগছে। আমরা সবাই দেখেছি কাঁধের সমস্যায় কতটা ভুগছিল মার্তিনেস। ভাল করে সার্ভ করতে পারছিল না। সার্ভ ভাল করে না করতে পারলে জেতা সহজ নয়। তবু পুরো ম্যাচ খেলার জন্য ওর প্রশংসা প্রাপ্য।”উইম্বলডনে এ বার চর্চা হচ্ছে রাডুকানুর সঙ্গে কার্লোস আলকারাজের ‘প্রেম’ নিয়ে। আলকারাজ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকলেও রাডুকানুর ছুটি হয়ে গেল। মেয়েদের শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কার কাছে হারলেন তিনি। জিততে ঠিক দু’ঘণ্টা লাগল সাবালেঙ্কার।দু’টি সেটেই সাবালেঙ্কাকে এক বার ব্রেক হতে হয়েছে। তবে রাডুকানু সেই সুবিধাও তুলতে পারেননি। প্রথম সেটের টাইব্রেকের সময় সাবালেঙ্কা একটি সেট পয়েন্টও বাঁচান। দ্বিতীয় সেটে সাবালেঙ্কা একটা সময় ৫-১ এগিয়ে থাকলেও তাঁকে ব্রেক করেন রাডুকানু। শেষ পর্যন্ত ৬-৪ জিততে হয় বেলারুশের খেলোয়াড়কে।মেয়েদের বিভাগে উপরের দিকে থাকা সব বাছাই খেলোয়াড়ই ছিটকে গিয়েছেন। তাই প্রথম উইম্বলডন জয়ের জন্য সাবালেঙ্কার সামনে রাস্তা খুব একটা কঠিন নয়। যদিও সে সব নিয়ে ভাবছেন না তিনি। বলেছেন, “আজ রাতটা উপভোগ করব। কাল থেকেই আমার নতুন লড়াই শুরু হয়ে যাবে।”উইম্বলডনে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ১৮ বছরের খেলোয়াড় মিরা। তিনি আমেরিকার হ্যালি ব্যাপটিস্টকে হারিয়েছেন ৬-১, ৬-৩ গেমে। মহিলাদের প্রথম দশ বাছাই খেলোয়াড়ের মধ্যে সাবালেঙ্কা এবং আন্দ্রিভাই এখনও পর্যন্ত টিকে আছেন। পাঁচ বার ব্যাপটিস্টের সার্ভ ভেঙে এক ঘণ্টা ১৮ মিনিটে ম্যাচ জিতে নেন আন্দ্রিভা।

এক টেস্টে ৪৩০ রান! বিশ্বরেকর্ড শুভমনের, ভাঙলেন গাওস্কর-কোহলির নজিরও

রেকর্ডের পাহাড়ে শুভমন গিল। এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে দ্বিশতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করেছেন তিনি। প্রথম ইনিংসে ২৬৯ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে এসেছে ১৬১ রান। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে এই টেস্টে ৪৩০ রান করেছেন ভারত অধিনায়ক। এই টেস্টে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। তিনি ভেঙে দিয়েছেন সুনীল গাওস্কর ও বিরাট কোহলির রেকর্ড। এক টেস্টে মোট সাতটা নজির গড়েছেন তিনি।

বিশ্বের একমাত্র ব্যাটার হিসাবে এক টেস্টে দ্বিশতরান ও ১৫০ রানের ইনিংস-শুভমনই বিশ্বের একমাত্র ব্যাটার যিনি এক টেস্টের দুই ইনিংসে দ্বিশতরান ও ১৫০-এর বেশি রানের ইনিংস খেললেন। এর আগে এক টেস্টের দুই ইনিংসে ১৫০-এর বেশি রানের ইনিংস খেলেছিলেন একমাত্র অ্যালান বর্ডার। ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেটা করেছিলেন বর্ডার। কিন্তু শুভমনের কীর্তি এখনও পর্যন্ত কেউ করতে পারেননি।এক টেস্টে সর্বাধিক রান-এশীয় ব্যাটারদের মধ্যে এশিয়ার বাইরে এক টেস্টে সর্বাধিক রান করেছেন শুভমন। ছাপিয়ে গিয়েছেন সুনীল গাওস্করকে। ১৯৭১ সালে পোর্ট অফ স্পেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক টেস্টে ৩৪৪ রান করেছিলেন তিনি। শুভমন ছাড়া এশিয়ার আর এক জনেরই এক টেস্টে ৩৫০ রানের বেশি রয়েছে। ১৯৫৮ সালে ব্রিজটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক টেস্টে ৩৫৪ রান করেছিলেন পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ। তাঁকে ছাপিয়ে গিয়েছেন শুভমন।ভারত অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক সিরিজে সর্বাধিক রান-

অধিনায়ক হিসাবে প্রথম বার খেলতে নেমে মাত্র দুটো টেস্টেই ৪৩০ রান করেছেন শুভমন। ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে এই তালিকায় এত দিন শীর্ষে ছিলেন কোহলি। ২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অধিনায়ক হিসাবে ৪৪৯ রান করেছিলেন তিনি। সেই সিরিজের মাঝপথে অধিনায়ক হয়েছিলেন কোহলি। চারটে ইনিংসে এই রান করেছিলেন তিনি। শুভমন এই সিরিজে এখনও অন্তত ৬টা ইনিংস খেলবেন। ফলে তাঁর মোট রান আরও বাড়বে।এক টেস্টের দুই ইনিংসেই ১০০-এর বেশি রানের ইনিংসতৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসাবে এক টেস্টের দুই ইনিংসেই ১০০-এর বেশি রানের ইনিংস খেলেছেন শুভমন। এর আগে ১৯৭৮ সালে কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজেরবিরুদ্ধেগাওস্করও২০১৪সালে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোহলি এক টেস্টের দুই ইনিংসেই ১০০-এর বেশি রানের ইনিংস খেলেছিলেন।

বার্মিংহামে ৪৯ বছর পুরনো রেকর্ড ভাঙার মুখে যশস্বী

সেরা ছন্দে আছেন যশস্বী জয়সওয়াল। লিডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর কাছে থাকছে ৪৯ বছর পুরনো রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার সুযোগ। যে রেকর্ড রয়েছে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরের নামে।

প্রথম টেস্টে ১৫৯ বলে ১০১ রান করেন তরুণ বাঁহাতি ওপেনার। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য সেভাবে রান পাননি। পাঁচ-পাঁচটা সেঞ্চুরি করেও ভারতকে হারতে হয়েছে। তবে তার মধ্যেও সান্ত্বনা তরুণ ক্রিকেটারদের ফর্ম। মাত্র ২০টি টেস্ট ম্যাচে যশস্বী করে ফেলেছেন ১৯০৩ রান। ১০টি হাফসেঞ্চুরির পাশাপাশি আছে ৫টি সেঞ্চুরি। গড় ৫২.৮৬।

দ্বিতীয় টেস্টে আর ৯৭ রান করলেই দ্রুততম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ২০০০ রান করে ফেলবেন যশস্বী। যে রেকর্ড ১৯৭৬ সালে গড়েছিলেন সুনীল গাভাসকর। তিনি ২০০০ রান করেছিলেন ২৩টি টেস্টে। এর পিছনে রয়েছেন রাহুল দ্রাবিড় ও বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। তাঁরা দুজনেই ২৫টি টেস্টে ২০০০ রান করেছিলেন।

অন্যদিকে ইনিংসের ক্ষেত্রেও দুই তারকা ক্রিকেটারকে টপকে যাওয়ার সুযোগ থাকছে যশস্বীর কাছে। দুজনেই ৪০ ইনিংসে ২০০০ রান করেছিলেন। যশস্বী খেলেছেন ৩৮টি ইনিংস। ফলে সেখানেও রেকর্ডের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

তবে ব্যাট হাতে ভালো ফর্মে থাকলেও সমালোচনা হচ্ছে যশস্বীর ফিল্ডিং ও মনোভাব নিয়ে। প্রথম ইনিংসে তিনি ফেলেছিলেন তিনটি ক্যাচ। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ফেললেন বেন ডাকেটের গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ।

শততম জয়ে উইম্বলডনের চতুর্থ রাউন্ডে জোকোভিচ, কীর্তি গড়ে মেয়ের সঙ্গে নাচলেন জোকার

ফরাসি ওপেনের পর উইম্বলডন। আরও একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম। আরও একটা শততম জয়। ৩৮ বছর বয়সেও পেশাদার টেনিসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে মাইলফলক স্পর্শ করছেন নোভাক জোকোভিচ। গড়ছেন নতুন নতুন কীর্তি।স্বদেশীয় মিয়োমির কেমানোভিচকে সরাসরি সেটে হারিয়ে উইম্বলডনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন জোকার। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিকের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-০, ৬-৪। সময় নিয়েছেন ১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়ের কাছে এই ফল সাধারণ। নেহাতই সাধারণ। টেনিস বিশ্বেরও নতুন করে আলোড়িত হওয়ার মতো কিছু নেই এমন জয়ে। তবু এই জয় জোকারের কাছে তৃপ্তির। টেনিসপ্রেমীদের চর্চার বিষয়। টেনিসের ইতিহাসে জায়গা পাওয়ার স্বাভাবিক দাবিদার।গত মাসেই ফরাসি ওপেনে ১০০টি ম্যাচ জেতার নজির গড়েছিলেন জোকোভিচ। তার আগে শততম খেতাব জয়েরও নজির গড়েছিলেন। শনিবার উইম্বলডনেও ১০০তম ম্যাচ জিতলেন জোকোভিচ।। আগামী অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জিতলে, বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামেও একই কীর্তি গড়বেন। এমন কৃতিত্ব রজার ফেডেরারের নেই। রাফায়েল নাদালের নেই। অ্যান্ডি মারের তো নেই-ই। টেনিসের ইতিহাসেই কারও নেই।যে কীর্তি ওয়েটিং লিস্টে রয়েছে, তা বাদ রেখেও বলা যায় জোকারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম অভিযান এক বিরল মুহূর্তের অপেক্ষায়। চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামেই ১০০টি করে ম্যাচ জিতে ফেললেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ ইউএস ওপেনেও তাঁর জয়ের সংখ্যা ৯০। সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ। বাকি শুধু বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার।শনিবার জয়ের পর উচ্ছ্বাসে মেতেছেন জোকোভিচ। সেই উচ্ছ্বাসে তাঁর সঙ্গী ছিল মেয়ে তারা। বাবার মাইলফলক ছোঁয়া জয়ের পর সেন্টার কোর্টের গ্যালারিতে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে সাত বছরের তারা। বাবার জয়ের আনন্দে নাচছিল সে। তা দেখে ভাষণ থামিয়ে জোকোভিচও সঙ্গ দিলেন মেয়েকে। তারার হাতের মুদ্রা অনুকরণ করলেন হাসি মুখে। বাবা-মেয়ের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ভাসলেন উইম্বলডনের দর্শকেরা। উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানালেন। সব মিলিয়ে তৈরি হল অন্য রকম মুহূর্ত।ফেডেরার এবং মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ছাড়া কেউ উইম্বলডনে এর আগে ১০০টি ম্যাচ জিততে পারেননি। জোকার এই তালিকায় তৃতীয়। বিশেষ এই জয়ের নেপথ্যে রয়েছে পাঁচ ডজন উইনার। জবাবে কেমানোভিচের র‍্যাকেট থেকে এসেছে ১৮টি। রয়েছে ১৬টি ‘এস’ সার্ভিসও। তাঁর ২৫ বছরের প্রতিপক্ষের ‘এস’ সার্ভিসের সংখ্যা ৩। জোকারকে দেখেই অনুপ্রাণিত হয়ে টেনিস শুরু করেন কেমানোভিচ। হয়তো নিজের আদর্শের টেনিসজীবনকে অনুসরণও করছেন। কিন্তু অনুকরণ অসম্ভব। না হলে ৩৮ বছরের প্রবীণের কাছে এত সহজে আত্মসমর্পণ করতেন না ২৫ বছরের তরতাজা তরুণ। জোকোভিচকে হারিয়ে উইম্বলডনের প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে উঠবেন, তা সম্ভবত কেমানোভিচ নিজেও ভাবেননি। তবু এমন সহজ জয়ে জোকোভিচের কৃতিত্ব কমবে না। প্রতিটি পয়েন্টের জন্য লড়ে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত।কত দিন খেলবেন জোকোভিচ। তিনি নিজে একাধিক বার বলেছেন, যত দিন সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমানে সমানে লড়াই করতে পারছেন, তত দিন অবসরের কথা ভাববেন না। বাবা-মার কথাও শুনতে রাজি নন। টেনিস ছাড়া এখনও কিছু ভাবতে পারেন না। হয়তো আগের মতো ধারাবাহিকতা থাকছে না। ২০২৩ সালের ইউএস ওপেনের পর গ্র্যান্ড

প্রাইজমানি র‍্যাপিড দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। ৬ রাউন্ডে পুরো ছয় পয়েন্ট পেয়ে। মা মানিক স্মৃতি উন্মুক্ত প্রাইজমানি র‍্যাপিট দাবা প্রতিযোগিতায়। আসরের উদ্যোক্তা চেস ফ্যামিলি। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় আসর। তাতে সাড়ে পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন অগ্রজীৎ পাল।

পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ স্থান দখল করেন যথাক্রমে দিব্যজ্যোতি সরকার, কিংশুক দেবনাথ, শাক্য সিনহা মোদক এবং আদ্রুষ কর্মকার। সাড়ে চার পয়েন্ট পেয়ে সপ্তম থেকে ১৩ তম স্থান দখল করেন যথাক্রমে শুভ্রনীল মজুমদার, রোণিত রায়, দীপ্তনীল দে, কৌশল সরকার, দেবতীর্থ দাস, অসীম রায় এবং সুশীল চক্রবর্তী।

চার পয়েন্ট নিয়ে ১৪ এবং ১৫ তম স্থান দখল করেন যথাক্রমে রাজবীর আহমেদ এবং প্রদীপ কুমার দেবনাথ। এছাড়া অনূর্ধ-৭ বালক বিভাগে দেবরাজ ভট্টাচার্য্য, বেদান্ত সুতার, অয়নজিৎ নাগ , বিশাল সাহা, বালিকা বিভাগে দক্ষিণী নাগ, ত্রিশিকা কামারাপু, সুহানশি কুড়ি, সমৃদ্ধি রায়, অনূর্ধ-৯ বালক বিভাগে শুভায়ন দাস, রোহিল সাহা, শুতনো পাল, সৌরণীল দেবনাথ, বালিকা বিভাগে অবন্তিকা চক্রবর্তী, ঐশানী ভৌমিক, এস দিলশাদ, তেজস্বিনী পোদ্দার, অনূর্ধ ১১ বিভাগে সিদ্ধার্থ দেববর্মা, অন্তরীপ আচারিয়া, শুভজিৎ কর, পীতাম্বর দেবনাথ, বালিকা বিভাগে আদ্দা দেও, নাভিয়া দে, শিবাদ্রিতা দেবনাথ, অদ্রিজা সাহা, অনূর্ধ ১৩ বালক বিভাগে রৌনক দাস, প্রাঞ্জল দেবনাথ, অর্ণব দাস, দেবপ্রিয় দেবনাথ, বালিকা বিভাগে অঙ্কিতা সরকার, মেঘোজা দাশ শর্মা,অন্বেষা দেবনাথ, ঐশানি দেব, অনূর্ধ-১৫ বালক বিভাগে স্বস্তিক মজুমদার, দেবময় কর, রত্নদ্বীপ সূত্রধর, অরিজিৎ দাস, বালিকা বিভাগে একান্তিকা সরকার, শুভস্মিতা দাস, পেন্নামাদি ত্রিপুরা, সেরা মহিলা দাবাড়ু সঙ্গিতা সাহা, ভেটারেন্স পুরুষ নীল কুমার দত্ত এবং মহিলা অঞ্জু সরকার পুরস্কৃত হয়েছেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক।

আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক! সেই পুরনো ক্লাব পিএসজি-র বিরুদ্ধে খেলতে হবে এমবাপেকে, ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ চারে রিয়াল

ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠলেন কিলিয়ন এমবাপেরা। কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ ৩-২ ব্যবধানে হারাল বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে। অন্য দিকে, বায়ার্ন মিউনিখকে ২-০ গোলে হারিয়েছে প্যারিস সঁ জরমঁ। ফ্রান্সের ক্লাবটির দু’জন লাল কার্ড দেখলেও তাদের জয় পেতে অসুবিধা হয়নি। সেমিফাইনালে এমবাপেকে মাঠে নামতে হবে নিজের পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে।বরুসিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই দাপট ছিল রিয়ালের। সংযুক্ত সময়ের শুরুতেও ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল রিয়াল। প্রথমার্ধেই দু’গোল করে তারা। ১০ মিনিটে গঞ্জালো গার্সিয়ার গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। দ্বিতীয় গোলের জন্য বেশি ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি তাদের। ২০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল আসে ফ্রান গার্সিয়ার পা থেকে। ৯০ মিনিট পর্যন্ত ২-০ ব্যবধানেই এগিয়ে ছিলেন এমবাপেরা। হার প্রায় নিশ্চিত জেনেও হাল ছাড়েননি বরুসিয়ার ফুটবলারেরা। তারই সুফল মেলে ৯২ মিনিটে। ম্যাক্সিমিলিয়ানের গোলে ব্যবধান কমায় তারা। এখান থেকেই শুরু হয় নাটক। গোল খাওয়ার পর আক্রমণের ঝাঁজ আরও বৃদ্ধি করে রিয়াল। ৯৪ মিনিটে বাইসাইকেল কিকে গোল করে রিয়ালকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন এমবাপে। তার পরও বাকি ছিল খেলা।

৯৬ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন রিয়ালের ডিন হুইসেন। ৯৮ মিনিটে পেনাল্টি পায় বরুসিয়া। গোল করতে ভুল করেননি গুইরেসি। তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জিতে ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ চারে পৌঁছে গিয়েছেন এমবাপেরা।শেষ চারের লড়াইয়ে রিয়ালের সামনে পিএসজি। অর্থাৎ নিজের পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হবে এমবাপেকে। চুক্তি মতো টাকা না পাওয়ায় দেশের ক্লাবের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করছেন ফরাসি তারকা। ফলে বাড়তি উৎসাহ নিয়ে সেমিফাইনালে নামতে পারেন তিনি। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে ৭৭ মিনিট পর্যন্ত কোনও দলই গোল করতে পারেনি। ৭৮ মিনিটে পিএসজিকে এগিয়ে দেন দেশঁর ডোউ। ৮২ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন উইলিয়ান পাঞ্চো। ১০ জনের হয়ে যায় পিএসজি। এর পর ৯২ মিনিটে তাদের আরও এক ফুটবলার লাল কার্ড দেখেন। এ বার মাঠ ছাড়তে হয় লুকাস হার্নান্দেজকে। ন’জনের পিএসজির বিরুদ্ধেও গোল করতে পারেনি জার্মান জায়ান্টেরা। বরং ৯৬ মিনিটে ক্লাবের হয়ে দ্বিতীয় গোল করে পিএসজির জয় নিশ্চিত করেন উসমান দেম্বেলে।

জোতার শেষকৃত্যে হাজির লিভারপুল, পর্তুগালের ফুটবলারেরা, এখনও জানা যায়নি গাড়ি দুর্ঘটনার কারণ

গত বুধবার গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে লিভারপুলের ফুটবলার দিয়োগো জোতা এবং তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভার। দু’জনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল শনিবার। সেখানে হাজির থাকলেন লিভারপুলের একাধিক ফুটবলার। ছিলেন পর্তুগালের সতীর্থেরাও। তার মধ্যে একজন আমেরিকায় ক্লাব বিশ্বকাপ খেলে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছেন। তবে শোকের সময়ে কিছুটা তাল কাটল অনু ব. া গী ে দ ব. হট্টগোলে।পর্তুগালের শহর গন্দোমারের ইগরেজা মাত্রিজ গির্জায় শেষকৃত্য হয়। স্থানীয় সময় ১১টা থেকে শেষকৃত্যের কাজ শুরু হয়। লিভারপুলের অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডাইককে দেখা গিয়েছে লাল রংয়ের ফুলের স্তবক নিয়ে আসতে, যার মাঝে সাদা ফুল দিয়ে ‘২০’ সংখ্যাটি লেখা ছিল, যেটি জোতার জার্সি সংখ্যা। লিভারপুলের আর এক ফুটবলার অ্যান্ডি রবার্টসন একই রকম ফুলের স্তবক নিয়ে আসেন। সেখানে ছিল ‘৩০’ সংখ্যা, যা পরতেন আন্দ্রে।পর্তুগালের জাতীয় দলের কোচ রবার্তো মার্তিনেস ছাড়াও বের্নার্দো সিলভা এবং রুবেন দিয়াস হাজির ছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অধিনায়ক ব্রুনো ফের্নান্দেসকেও দেখা গিয়েছে। আল হিলালের হয়ে ক্লাব বিশ্বকাপে খেলছিলেন রুবেন নেভেস। শুক্রবার রাতে আমেরিকায় খেলেই বিমান ধরেছিলেন। তিনিও হাজির ছিলেন শেষকৃত্যে।জোতা এবং আন্দ্রের মরদেহ যে কবরস্থানে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানে হাজির হয়েছিলেন প্রচুর মানুষ। ভিড়ের চাপে দুই ভাইয়ের দেহ নিয়েই যাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। বুধবার রাতে স্পেনের জামোরায় গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় জোতা এবং তাঁর ভাই আন্দ্রের। তাঁদের গাড়িতে আগুন ধরে যায়। উত্তর স্পেনের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সেখান থেকে জাহাজে করে ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা ছিল। স্পেনের পুলিশ এখনও ঘটনার তদন্ত করছে। ঠিক কী কারণে গাড়ি দুর্ঘটনা হয়েছে তা এখনও খুঁজে বার করা যায়নি। অন্য কোনও গাড়ির কারণে দুর্ঘটনা হয়নি এ ব্যাপারে নিশ্চিত পুলিশ।

পরিবারের লোকেরা দুই ভাইকে শনাক্ত করার পর শবদেহ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দু’সপ্তাহ আগেই দীর্ঘদিনের বান্ধবী রুতে কার্দোসোকে বিয়ে করেছিলেন জোতা। পরিবারের কেউই এখন কথা বলার মতো অবস্থায় নেই।

চারটি ক্যাচ ফেলেও সমর্থকদের মন জিতে নিলেন যশস্বী! কী করলেন ভারতীয় ওপেনার?

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়ালকে ভাল ফর্মে দেখা যাচ্ছে। প্রথম টেস্টে চারটি ক্যাচ ফেলে সমালোচিত হলেও ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিচ্ছেন। ২২ গজের পারফরম্যান্সের বাইরে আরও একটি কারণে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জিতে নিয়েছেন ভারতের তরুণ ওপেনার।শনিবার এজবাস্টনে খেলা শেষ হওয়ার পর যশস্বী দেখা করেন এক খুদে ভক্তের সঙ্গে। ১২ বছরের রবি দৃষ্টিহীন। ভারত-ইংল্যান্ড হেডিংলে টেস্টের সময়ই যশস্বীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল রবি। এজবাস্টনেই তাঁর স্বপ্ন পূরণ করলেন যশস্বী। মাঠের বইরের এই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, যশস্বী এবং রবি পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেতেই রবি বলছে, “এখানে আসতে পেরে আমি খুব খুশি। ভীষণ খুশি হয়েছি আসতে পেরে।” উত্তরে যশস্বী তাকে বলেন, “তোমার সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমারও খুব ভাল লাগছে। কেন জানি না আমি একটু ঘাবড়েই গিয়েছি। তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি। আমার একটা ব্যাট তোমাকে দেব। স্মৃতি হিসাবে এই ব্যাটটা তোমার কাছে রাখতে পারবে।” উপহার পেয়ে উচ্ছ্বসিত রবিকে বলতে শোনা গিয়েছে, “অনেক ধন্যবাদ। তোমার ব্যাটটা হাতে ধরতে চাই। আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তুমি দুর্দান্ত ক্রিকেটার। আমার মতে তুমিই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ।”এর পর বেশ কিছু ক্ষণ রবির সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করেন যশস্বী। ওঠে রবীন্দ্র জাডেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের প্রসঙ্গও। ১২ বছরের ভক্তের ক্রিকেট জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছেন যশস্বী। তিনি রবিকে বলেন, “তুমি তো দেখছি অনেক খবর রাখ। তুমি ক্রিকেট নিয়েই থাক দেখছি।” খুদে ভক্তের সঙ্গে যশস্বী যে ভাবে সহজে মিশেছেন, তার প্রশংসা করেছেন অনেকেই।যশস্বীর আগে জো রুটের সঙ্গেও দেখা করে রবি। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক খুদে ক্রিকেটপ্রেমীকে একটি জার্সি এবং একটি গ্লাভস উপহার দিয়েছেন।

CMYK

জাগরণ 7 July, 2025, Saturday আগরতলা ৭ জুলাই, ২০২৫ ইং, ■২২ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

প্রধানমন্ত্রীর ১১ বছর পূর্তিতে বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিতরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৬ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা তাঁর নিজ বিধানসভা কেন্দ্র ৮ নং টাউন বড়দোয়ালী-র শান্তিপাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের খতিয়ান সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ করেন। এই ১১ বছরে দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, সেসকল তথ্য পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে।

লিফলেট বিতরণকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, জনকল্যাণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিগত ১১ বছরের কাজকর্ম লিফলেট আকারে লিখেও শেষ করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, আজ ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা 'ভারত কেশরী' ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫ তম জন্মদিবস। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর চিন্তাধারাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন। বিগত ১১ বছরে কাশ্মীর থেকে ধারা ৩৭০ এবং ৩৫ 'এ'র অবলুপ্তি এই সংকল্পেরই প্রতিফলন।

আজ এই বিশেষ দিনে মুখ্যমন্ত্রী পুর নিগমের ২০নং ওয়ার্ড এলাকায়ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যের খতিয়ান সম্বলিত পুস্তিকা তুলে দেন।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ৮ বাংলাদেশী নাগরিক গ্রেপ্তার

আগরতলা, ৬ জুলাই : ফের অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করলো পুলিশ। শনিবার বিকেলে তিনটা নাগাদ সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দা শাখার তথ্যের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি রেল স্টেশন থেকে আটজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ।

আটক হওয়া অনুপ্রবেশকারীরা জানিয়েছে, তারা গত ৪ জুলাই বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে কাঁটাতারের ভেতর দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে এবং কাজের উদ্দেশ্যে উড়িশা যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। ধৃত ৮ বাংলাদেশী নাগরিকই সে-দেশের রাজশাহী জেলার হাকিমপুর গ্রামের বাসিন্দা। তারা হলেন, মোঃ নাইমুন (২৫), মোঃ সোহেল (২৯), মোঃ রাকিবুল (১৯), মোঃ সাহাব (১৯), মোঃ শাকিল (১৮), মোঃ রুবেল (২৫), মোঃ রিহান (২০), মোঃ ইকবাল (২৮)। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে মানব পাচারকাণ্ডে জড়িত অন্যান্যদেরও হদিশ মিলতে পারে বলে ধারণা পুলিশের।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী: বিজেপি কার্যালয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিরোধীদের কড়া আক্রমণ

আগরতলা, ৬ জুলাই : ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা, 'ভারত কেশরী' ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন উপস্থিত সকলে। এই মহান বিভূতির বর্ণময় জীবনের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে সাকার করছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি। তিনি আরও যোগ করেন, ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মবলিদানের গাঁথা আজও প্রতিটি রাষ্ট্রবাদী নাগরিকের জন্য প্রেরণার উৎস। নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়া ড. মুখার্জি কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি বলেও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বামফ্রন্ট সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে কমিউনিস্টের শাসনকালে কমিউনিস্টের যে চিন্তা ভাবনা — সেটা হল মানুষকে ধরো, মানুষকে মারো, মানুষকে নিগ্রহ করো, মানুষকে যত গরীব বানাতে পারো, মানুষকে যত মূর্খ বানাতে পারো — তবেই আমাদের ক্ষমতা থাকবে। আর বর্তমান বিজেপি সরকারের বক্তব্য হল — মানুষকে যত উত্তরণ করতে পারবে, মানুষের শিক্ষার হার যত বাড়াতে পারবে শিল্প স্থাপনার প্রসঙ্গে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ত্রিপুরাতে আগে ইন্ডাস্ট্রি আসার আগে ১০ বার চিন্তা করতো, কারণ এখানে একটা ভাইরাস ছিল 'সিটু' ভাইরাস। আগে ছিল শুধু 'দিতে হবে — দিতে হবে'। এখন বর্তমান বিজেপি সরকার কাজ করছে, বিজেপি সরকার সমাজকে পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর নারীদের সুরক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন, সিপিআইএম আমলে মহিলা নির্যাতনের ত্রিপুরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে, আর বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর মহিলাদের কীভাবে আত্মনির্ভর করে তোলা যায়, কীভাবে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়ে কাজ করছে। এই অনুষ্ঠানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আদর্শ ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি, বর্তমান বিজেপি সরকার ত্রিপুরার উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং কীভাবে তারা পূর্বতন সরকারের ত্রুটিগুলোকে শুধরে নিচ্ছে, সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।

বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত শুভাপুর কোরানী মক্তব জুনিয়র মাদ্রাসা, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ জুলাই: শুভাপুর কোরানী মক্তব জুনিয়র মাদ্রাসা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। সোনামুড়া মহকুমা রবীন্দ্রনগর বাজার থেকে এক কিলোমিটার দূরে নাইচানিমুরা বিদ্যুৎ দপ্তরের পেছনে একটি সরকারি মাদ্রাসা রয়েছে। যার নাম শুভাপুর কোরানী মক্তব জুনিয়র মাদ্রাসা। দূর থেকে এটি কে দেখলে বোঝা যায় না যে মাদ্রাসা, বা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসার যে পরিকাঠামো থাকা দরকার, এই মাদ্রাসার কোন কিছু নেই, যে দুটি অর্ধ মৃত বিল্ডিং এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাও আবার শিক্ষকদের নিজের পয়সা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে তৈরি করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

সরকারি এই মাদ্রাসায় ৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, শিক্ষক রয়েছে তিনজন। পরিকাঠামো উন্নয়ন, যেখানে মহকুমার অন্যান্য সরকারি মাদ্রাসাগুলি, শিক্ষার পরিকাঠামো থেকে, উন্নতমানের বিল্ডিং থাকলেও কিন্তু এই মাদ্রাসায় সেই ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিলের রান্না করার জন্য যে জলের প্রয়োজন, সে জল স্কুল থেকে অনেক দূরে মানুষের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে আনতে হয়। এরপর স্কুলের শিক্ষকরা স্কুলের মধ্যে গর্ত করে এখান থেকে জল সংগ্রহ করে, মিড ডে মিলে রান্না করতে হয়। কিন্তু সে জল থাকে নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ।

তাছাড়া মিড ডে মিলের রান্না করার জন্য, যে রান্নার ঘর প্রয়োজন, সেখানে বৃষ্টি আসলে মাথা ছাতা ধরে রান্না করতে হয়, তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মিড ডে মিল রান্না করা খাদ্য খাওয়ার জন্য কিচেন রুমের প্রয়োজন সেটাও নেই। অন্যদিকে স্কুলে যে বাউন্ডারি ওয়াল প্রয়োজন, সে বাউন্ডারি ওয়াল পর্যন্ত নেই। তার পাশাপাশি গত তিন বছর আগে শুভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তরফ থেকে একজন সহকারী নিয়োগ করা হয়েছে, প্রতিমাসে এক হাজার টাকা করে। প্রথম এক বছর ওই মহিলা বেতন পেলেও, বর্তমান দুই বছর ধরে ওই মহিলা বেতন পাচ্ছে না। এক দুটি সমস্যা নয়, বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত এই মাদ্রাসা। সেদিকে নজর নেই কাঠালিয়া স্কুল পরিদর্শকের। অবিলম্বে স্কুলের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য অভিভাবক মহল থেকে জোরালো দাবী জানাচ্ছে।

ওএনজিসি-র বরাত প্রাপ্ত এক বেসরকারি সংস্থার কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৬ জুলাই: ওএনজিসি-র বরাত প্রয়াত এক বেসরকারি সংস্থার কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত এক উপজাতি যুবক। বর্তমানে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

গত বেশ কয়েক মাস আগে ওএনজিসি থেকে টেন্ডার পেয়ে বহিঃ রাজ্যের তথা হায়দ্রাবাদের বেসরকারি দেবী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড নামক এই সংস্থাটি রাজ্যের দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাস সন্ধানের বরাত পেয়েছে। আর ঐ বহিরাজ্যের তথা হায়দ্রাবাদের বেসরকারি দেবী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড নামক সংস্থাটি কর্ণধার গঙ্গাধর রাও দক্ষিণ জেলায় কাজ করতে এসে কলাছড়া বাজার সংলগ্ন থাইলীক তৈইসা কমিউনিটি হলে অফিস রুম তৈরী করেছে।

রূপাইছড়ি আর.ডি.ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব সাব্রুম এডিসি ভিলেজের জমিন চন্দ্র পাড়ার বাসিন্দা হতদরিদ্র নিরেন কুমার ত্রিপুরা গত প্রায় ২০ - ২১ দিন আগে ঐ দেবী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থাতে ডিনামাইট বিস্ফোরণের ক্যাবেল তারের কাজ করতে গিয়ে বাম পায়ে ডিনামাইট বিস্ফোরণের যন্ত্রাংশ ঢুকে যায়। বর্তমানে হতদরিদ্র নিরেন ত্রিপুরার বাম পায়ে পচন ধরে পোকা ধরেছে। আহত নিরেন ত্রিপুরা জানান শেষের দশদিনের কাজের টাকার মধ্যে মাএ চারদিনের টাকা দিয়েছেন ওই কোম্পানি।

এইদিকে হতদরিদ্র নিরেন ত্রিপুরার স্ত্রী বিজলি ত্রিপুরা জানান, দেড় বছরের এক ছেলে এবং চার বছরের এক মেয়েকে নিয়ে অনাহারে অনিদ্রার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর্থিক অনটনের জন্য স্বামী নিরেন ত্রিপুরাকে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। একবারের জন্যেও ঐ দেবী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার পক্ষ থেকে আহত নিরেন ত্রিপুরাকে দেখতে আসাতো দূরের কথা, খবর পর্যন্ত নিলেন না। পায়ে পচন এবং পোকা ধরেছে, ব্যথা যন্ত্রণা অস্থির হয়ে পড়েছে ওই শ্রমিক।

রবিবার নিরেন ত্রিপুরার স্ত্রী এবং এলাকার লোকজনরা অভিযোগ করে জানান কি করে পূর্ব সাব্রুম ছড়ার উপর দিয়ে আহত নিরেন ত্রিপুরার চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবেন হাসপাতালে। অতিসত্বর আহত নিরেন ত্রিপুরা সরকারি সাহায্য না পেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজন ও পরিবারের লোকজনরা। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন কর্তৃক সাহায্যের হাত বাড়াবে হতদরিদ্র নিরেন ত্রিপুরার উপর। এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বহিঃ রাজ্যের তথা হায়দ্রাবাদের বেসরকারি দেবী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থা কুখ্যাত ধান্দাবাজ গঙ্গাধর রাও এর বিরুদ্ধে। তবে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকদের কোন এধরনের সংস্থাতে কাজ করতে গেলে শ্রমিকদের ইন্সুরেন্স বাধ্যতামূলক কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে শ্রমিকদের ইন্সুরেন্স করানো হয়নি এবং এ বিষয়ে সাবরুমের শ্রম দপ্তর এর আধিকারিকের ও কোন হেলদোল নেই। রাজ্য সরকারের নিকট সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন নিরেনের পরিবার।

গুয়াহাটিতে জাপানিজ এনসেফালাইটিসে মৃত্যু ১৩ জনের, রাজ্যজুড়ে সতর্কতা জোরদার

গুয়াহাটি, ৫ জুলাই: অসমে ফের বাড়ছে জাপানিজ এনসেফালাইটিসের প্রকোপ। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) এই রোগে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৩ জনের। আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ জনেরও বেশি। ঘটনাটি রাজ্যজুড়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

জিএমসিএইচ-এর উপ-সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ উজ্জ্বল কুমার শর্মা জানান, আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই কামরূপ (গ্রামীণ), নলবাড়ি ও দরং জেলা থেকে এসেছেন। এ পর্যন্ত কামরূপ (গ্রামীণ) থেকে ১৪ জন, নলবাড়ি থেকে ১০ জন, দরং থেকে ৭ জন এবং কামরূপ (মেট্রো) থেকে ৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন চিকিৎসাধীনদের মধ্যে ৬ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন এবং ৩ জন নিজের ইচ্ছায় চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখেই ছেড়েছেন। বাকিরা এখনও চিকিৎসাধীন। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় এই রোগের জন্য পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল। মূলত জলাবদ্ধ গ্রামীণ এলাকায় কিউলেক্স মশার মাধ্যমে জাপানিজ এনসেফালাইটিস ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৫ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে রাজ্যে এই রোগে মৃত্যু হয়েছে ৮৪০ জনেরও বেশি মানুষের। এর মধ্যে ২০১৯ সাল ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক এক বছরে প্রাণ হারান ১৬১ জন। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এনসেফালাইটিস ভাইরাসটি সাধারণত শুকর ও জলপাখির দেহে বহন হয় এবং সেখান থেকেই মশার মাধ্যমে মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটে। এটি মানব থেকে মানবের মধ্যে সরাসরি ছড়ায় না, তবে আক্রান্ত হলে স্নায়ুতন্ত্রে গুরুতর জটিলতা দেখা দিতে পারে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে দিল্লির উত্তম নগরে ৭২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের শরীরে এই ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। যদিও দিল্লিতে তা প্রাদুর্ভাবের আকার নেয়নি এবং রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান বর্তমানে অসমের স্বাস্থ্য দপ্তর আক্রান্ত জেলাগুলিতে সতর্কতা বৃদ্ধি করেছে। মশা নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং টিকাদান কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই সতর্ক না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিতে পারে।

এসএইচজি গ্রুপের ও বিভিন্ন ফাইন্যান্স লোনের কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিলেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই: এসএইচজি গ্রুপের ও বিভিন্ন ফাইন্যান্স লোনের কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিলেন রানী ঘোষ নামে এক মহিলা। অভিযোগ এসএইচজি গ্রুপ ও বিভিন্ন ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে যারা লোন নিয়েছেন তাদের থেকে আদায়কৃত কিস্তির টাকা জমা না দিয়ে সে টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছেন ওই মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কলাছড়ি পঞ্চায়েতের মহিলাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণ কলাছড়ি গ্রামের এসএইচজি গ্রুপ এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি লোন নেওয়া বেনিফিশিয়ারি মহিলা, পুরুষদের অভিযোগ, ওই গ্রামের বাসিন্দা রানী ঘোষ নামে এক প্রতারক মহিলা ঠাকুর বানী এসএইচজি গ্রুপের ৫ লক্ষ টাকা, বেসরকারি ফাইন্যান্স থেকে বেশ কয়েকজনের টাকা সহ স্বামী অসুস্থ বলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সব মিলিয়ে ১৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি সোনামুড়া লুকিয়ে রয়েছে।

অভিযোগ, যেসব বেনিফিশিয়ারি মহিলারা এসএইচজি গ্রুপ থেকে, লোন নিয়েছে রানী ঘোষ সাপ্তাহিক ওই লোনের টাকা বেনিফিশিয়ারি মহিলাদের থেকে নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে নিজের পকেটে পুড়েছে। এইভাবে রানী ঘোষ বেনিফিশিয়ারি মহিলাদের ১৪ লক্ষ টাকা গায়েব করে দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। বর্তমানে বেনিফিশিয়ারি মহিলারা টাকার জ্বালায় ক্ষোভে দক্ষিণ কলাছড়ি পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হন রবিবার পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্যরা রানী ঘোষের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। বেঁধে দিয়ে সবার টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য বলেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বলেও হুশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

ধর্মনগরে উদ্ধার বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ জুলাই: ধর্মনগরে এক বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী উদ্ধার করা হলো। উদ্ধারকৃত ওই প্রাণীকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দা। স্থানীয়দের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন বন দপ্তরের কর্মকর্তারা। ধর্মনগর ঋষি অরবিন্দ লেন এলাকার বাসিন্দা উৎপল ভট্টাচার্যের মানবিক উদ্যোগে রক্ষা পেল একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। জানা যায়, গতকাল রাতে একটি 'বেঙ্গল স্লো লরিস' নামে পরিচিত

উক্টরসডে - তে নতুন জীবন পেল ৭দিনের এক সদ্যজাত শিশুকন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই: জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এক সদ্যোজাত শিশুর জীবন ফিরিয়ে দিলেন শিশু শল্য চিকিৎসক ডা. অনিরুদ্ধ বসাক। জানা যায় গত ২২ শে জুন আইজিএম হাসপাতালে উদয় মিয়া এবং হেনা বেগমের একটি কন্যা সন্তান জন্ম হয়। জন্মের পরেই দেখা যায় শিশুটির পায়ুদ্বার এবং মেরুদণ্ড জড়িত এক টিউমার রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু সেখানেও শিশুটির চিকিৎসা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয় চিকিৎসক। তাকে রেফার করা হয় শিশুশল্য চিকিৎসক অনিরুদ্ধ বসাকের নিকট টিএমসি হাসপাতালে। গত ২৭ জুন শিশুটিকে টিএমসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিন দিন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১২ জুলাই শিশুটির অস্ত্রপচার করেন চিকিতক ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাক। প্রায় দুই ঘণ্টা চলে এই অপারেশন। চিকিৎসক জানিয়েছেন, টিউমারটি ছিল বাচ্চাটির মাথার থেকেও বড়। যার ওজন ছিল প্রায় ৬০০ গ্রামের বেশি। এটি একটি জটিল অস্ত্রোপচার ছিল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। সাতদিনের বাচ্চার শরীরে এ ধরনের অস্ত্রপচার যথেষ্ট জটিল। তবে বর্তমানে শিশুটি সুস্থ রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে ছুটি দেওয়া হবে।

রাতের আঁধারে গাড়ির চাকা খুলে নিল চোরের দল

আগরতলা, ৬ জুলাই: চোরের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ সাধারণ জনগণ। প্রতিদিন রাতের আঁধারে কোন না কোন এলাকায় একাধিক বাড়িতে নিশিকুটুম্বের দল হানা দিয়ে সর্বস্ব নিয়ে যাচ্ছে। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ নাগরিক। শনিবার গভীর রাতে বিশালগড় ব্রজপুর কানাইবাড়ি এলাকায় এক ব্যক্তির গাড়ির চাকা খুলে নিয়ে যায় চোরের দল। ওই ব্যক্তি জানান, প্রতিদিন কার মতো তিনিও গতকাল রাতে উনার একটি মালগাড়ি বাড়ির পাশে রেখেছিলেন। বাড়িতে জায়গা না থাকায় প্রতিদিন ওই জায়গাতেই গাড়িটি রাখেন তিনি। গতকাল গভীর রাতের কোন এক সময় চোরের দল গাড়িটির চাকা খুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। সকালে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন গাড়ির মালিক।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জানান, এলাকায় চোরের উপদ্রব বর্তমানে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের ভারতের ইতিহাসকে জানতে হবে: সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই: ছাত্রছাত্রীদের ভারতের ইতিহাসকে জানতে হবে। আজ ৬ জুলাই আগরতলা বিধানসভার যুবমোর্চার উদ্যোগে "নবস্বপ্নের উড়ান" নামক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এমনটাই বললেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ মেয়র দীপক মজুমদার ও ১০ ও ১২ নাম্বার ওয়ার্ডের কর্পোরেটরগন।

এদিন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির ভিত্তিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু ভাগ করেছিলেন। পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, বাংলাদেশের জন্ম হয়। যা আজকের অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে আঘাত করেছে।

তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের ভারতের ইতিহাস জানতে হবে। কারা ভারতকে ভাগ করেছে। কারা জাতিগত বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে এই সকল ইতিহাস সমক্তিক বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবগত বলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

আগামী ১৩-১৪ জুলাই সিপিআই ২৩'তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই: আজ সিপিআই পার্টির অফিস জুনু দাস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিপিআই রাজ্য সহ-সম্পাদক মিলন বৈদ্য। তিনি বলেন, সাংগঠনিক রীতি অনুযায়ী প্রতি তিনবছর অন্তর অন্তর পার্টির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী ১৩-১৪ জুলাই, ২০২৫ সিপিআই ২৩'তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগরতলায় জুনু দাস ভবনে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ ব্রাঞ্চ, লোকাল এবং সমস্ত বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারনে কয়েকটি ব্রাঞ্চ সম্মেলন করা যায় নি যা আগামী দিনে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হবে।

তিনি আরো বলেন রাজ্যের ভয়াবহ ভাবে ভেঙে পড়া আইনের শাসন, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জনগণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে আগামীদিনে পার্টির আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণ করবে এই ২৩'তম রাজ্য সম্মেলন। ২৩'তম রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন সিপিআই জাতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কে.নারায়না এবং পল্লব সেনগুপ্ত।

আগামী ২১-২৫ সেপ্টেম্বর চণ্ডিগড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সিপিআই ২৫'তম পার্টি কংগ্রেস। এই পার্টি কংগ্রেস কে সফল করতে সারা দেশে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে পার্টির রাজ্য সম্মেলনগুলি সম্পন্ন হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধান অনুযায়ী। এছাড়া তিনি আগামী ৯'জুলাই সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে তাকে সফল করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানান নেতৃত্বরা।

বিপুল পরিমাণ গাঁজা আটক ৭ পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ জুলাই: কল্যাণপুর থানার পুলিশ গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজা সহ সাতজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। কল্যাণপুর থানার পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য অর্জন করল। শনিবার রাতে আর.এস পাড়া এলাকায় নিয়মিত ভিহিক্যাল চেকিং চলাকালীন সাদা রঙের ইকো গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা সহ সাতজন পাচারকারীকে আটক করে পুলিশ। তল্লাশির সময় গাড়ির ভেতর থেকে প্রায় ২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গাড়ির নম্বর টিআর০১-সিসি -০২৭৬। গাড়িতে থাকা ছয়জনেরই বাড়ি বিহারের ভাগলপুর জেলায় বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও একজন ত্রিপুরার লেফুঙ্গা এলাকার বাসিন্দা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা মাদক পাচারের বিষয়টি স্বীকার করে জানায়, অর্থের বিনিময়ে তারা এই কাজ করছিল। ধৃতরা হল: সান্তু কুমার মণ্ডল (২৩), অভদেশ কুমার মণ্ডল (২৪), মান্টু মণ্ডল (৩৭), অঞ্জনী মণ্ডল (৩৫), সঙ্গীতা কুমারী (২০), ললিতা দেবী (৩০) সকলেই বিহারের বাসিন্দা। গাড়ি চালক এর নাম গৌতম দেববর্মা (৩৫) তার বাড়ি লেফুঙ্গা থানা এলাকায়। কল্যাণপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের উপযুক্ত ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের খোয়াই জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK